মহাকবি কালিদাস

প্রণীত

বিক্রমোর্ব্বশী নাটক।

মূল সংস্কৃতের অনুবাদ।

"পরপ্রণীতানি বচাংসি চিন্বতাং
প্রবৃত্তিসারাঃ খলু মাদৃশাং গিরঃ।"

ভারবি।

কলিকাতা

মৃজাপুর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ ৫৫ নং ভবনস্থ

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

সন ১২৭৫।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

—০:○:০—

পুরুষ।

পুরূরবা	চন্দ্রবংশীয় রাজা।
মানবক	বিদূষক।
আয়ুঃ	রাজকুমার।
গালব পৈলব	ভরত মুনির দুই শিষ্য।
নারদ	মহামুনি।
তালব্য	কঞ্চুকী।
সারথি	

স্ত্রী।

ঔশীনরী	রাণী।
নিপুণিকা	সহচরী।
উর্ব্বশী চিত্রলেখা রম্ভা সহজন্যা মেনকা	অপ্সরগণ।
যবনী	পরিচারিকা।
সত্যবতী	তাপসী।

মঙ্গলাচরণ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত আড়পুলি নাট্যাভিনয় সমাজের
সভ্য মহাশয়গণ সমীপেষু।

কলিকাতা।

ইতিপূর্ব্বে আপনাদের প্রশংসিত নাট্যশালায় "এঁরাই আবার বড় লোক!" নামক যে নাটকের অভিনয় প্রদর্শিত হইয়া জনগণের আনন্দ বর্দ্ধিত ও পুস্তকের উদ্দেশ্য যথোচিত রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছিল, এবং যাহা সাধারণের যথা-যোগ্য সমাদর লাভ করিয়াছে, সে নাটক খানি আমারই বিরচিত। কোন অনুরোধ কিম্বা কোন সম্বন্ধ অভাবে তাহার অদৃষ্টে এতাদৃশ আশাতীত ফল ফলিয়াছে বলিয়া আমি এই উপলক্ষে তাহাকে আমার বলিয়া স্বীকার করিলাম। যাহা হউক, উক্ত নাটকের অভিনয় উপ-লক্ষেই আমি আপনাদের পরিচিত হইয়াছিলাম, এবং আড়পুলির নাট্যশালায় পুনরভিনয়ের জন্য নূতন এক খানি নাটক রচনা করিতে আপনাদের অনুরোধে আবদ্ধ হইয়া-ছিলাম। আমি অদ্য এই অভিনব "চন্দ্রাবতী নাটক" রচনা করিয়া আপনাদের সেই সযত্ন-অনুরোধ রক্ষা করি-লাম। এবং আমার চন্দ্রাবতীর প্রতি আপনাদের সদৃশ স্নেহ ও যত্ন অপর কাহারো সম্ভবে না এই বিবেচনায় চন্দ্রাবতীকে আপনাদেরই হস্তে সমর্পণ করিয়া ইহার উৎসর্গীকরণ সমাধা করিলাম।

অভিনয় প্রদর্শিত হওয়াই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য; তদ্বিষয়ে আমি এক প্রকার নিশ্চিন্ত আছি। গুণিগণের দ্বারা পঠিত হওয়াও সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। কিন্তু ইদানীন্তন নাটকের পক্ষে যেরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে সুধীগণ "নাটক" পাঠ করা দূরে থাকুক, নাম শুনিলেই প্রায় ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এমত অবস্থায় চন্দ্রাবতীকে সাধারণ সমীপে সমর্পণ করাই অসম সাহসের কর্ম্ম। তবে এই ভাবিয়া করিতেছি যে, যদি দুঃখিনী চন্দ্রাবতী গুণগ্রাহী পাঠকগণের করুণাপূর্ণ নয়নে পতিত হইয়াও তাঁহাদের সেই ঘৃণাই বলবতী করেন, তবে তাঁহাদের নাটক নামের সংস্কার না হয় দৃঢ়ীভূত হইবে এবং "চন্দ্রাবতী" হইতেই না হয় তাদৃশ নাটকপাঠেচ্ছা এবং ফলতঃ জঘন্য নাটক লেখা সম্পূর্ণ রূপে অন্তরিত হইবে। এ ও একটা সামান্য উপকার নহে। আর যদি চন্দ্রাবতীর অদৃষ্টগুণে বিপরীত ফল ঘটে তবে আমার "চন্দ্রাবতী" হইতেই গুণিগণের সরস নাটক পাঠের সদভিলাষ পুনরোদ্দীপিত হইতে পারিবে, এবং তাহাই আমার একান্ত প্রার্থনীয়। ইতি।

চুঁচুড়া।
১ মাঘ ১২৭৫ সাল। } শ্রী নিমাইচাঁদ শীল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম।

কিরীটচন্দ্র	...	মানভূমির রাজা।
ভবভূতি	...	রাজমন্ত্রী।
সুবাহু ..	...	রাজপারিষদ।
বিজয়কেতু	...	সেনাপতি।
মন্মথ ...	...	নায়ক।
নারায়ণদেব	...	চন্দ্রশেখরের মোহন্ত।
রাজদূত ...	...	তারাপুরের রাজার দূত।
মাধবেন্দ্র রায়	...	গোবিন্দপুরের রাজকর্ম্মচারী।
সুরেশ ...	...	মাধবেন্দ্রের সহকারী।

পূর্ণকেশী	...	মানভূমির রাজমহিষী।
কিরাতী	...	মহিষীর দাসী।
চন্দ্রাবতী	...	নায়িকা।
ইন্দুমালা	...	চন্দ্রাবতীর সখী।
অনঙ্গবতী	...	বেশ্যা।

কঞ্চুকী, প্রতীহারী, সন্ন্যাসী, সৈন্যগণ ;—
দেবযোনি, দুঃখিনী স্ত্রী, চামরব্যজনকারিণী ইত্যাদি।

শুদ্ধিপত্র।

১৬ পৃষ্ঠায় ২৪পংক্তি "বগাদের" পরিবর্ত্তে "শোভাসিংহের" হইবে।

বিক্রমোর্ব্বশী নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

[নান্দী।]

বেদান্তেতে বলে যাঁরে একই পুরুষ স্বর্গ মর্ত্ত্য
আছেন ব্যাপিয়া সদা, যাঁহাতেই ঈশ্বর অক্ষর
অর্থবান্ জানি, অন্য বিষয়েতে হইলে প্রয়োগ
যাহা, অযথার্থ হয়, মুক্তিলাভ অভিলাষী জন
প্রাণাদি ইন্দ্রিয় সব নিয়মিত করি, অন্তরেতে
সন্ধান করেন যাঁরে, স্থিরভক্তি যোগেরসুলভ
যেই স্থাণ, শিব, তিনি তোমাদের করুন্ মঙ্গল।

[নান্দীর পর সূত্রধারের প্রবেশ।]

সূত্র। আর অধিক কালক্ষেপ করে কি হবে? (নেপথ্যের অভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) মারিষ! পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিদের রসপ্রবন্ধ

তো এই সভা দেখেছেন, তা আমি আজ ইঁহার সম্মুখে কালি-দাস-রচিত বিক্রমোর্ব্বশী নামে নূতন নাটক অভিনয় করবো, তুমি পাত্রবর্গকে বলো যে, তারা নিজ নিজ কর্ম্মে ও নিজ নিজ স্থানে মনোযোগের সহিত নিযুক্ত হয়।

[নটের প্রবেশ।]

নট। যে আজ্ঞা।

সূত্র। এখন আমি সুপণ্ডিত পূজনীয় আর্য্যগণের নিকট প্রণি-পাত পূর্ব্বক নিবেদন করি, আপনারা আমাদের উপর দাক্ষিণ্য প্রকাশ করেই হোক্, অথবা উত্তম বস্তুকে বহু মান করেই হোক্, কালিদাসের রচিত এই নাটক মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন্।

নেপথ্যে। হা আর্য্যগণ! রক্ষা করুন্ রক্ষা করুন্।

সূত্র। অকস্মাৎ আকাশে বিমানচারীদের করুণধ্বনি শুনা যাচ্ছে? এ কি এ? হাঁ হাঁ বুঝেছি।

নরসখা মহামুনি নারায়ণ উরু হতে জাত
উর্ব্বশী সুরকামিনী, কৈলাসনাথের কাছ হতে
ফিরে আসিবার কালে অর্দ্ধপথে অসুরের দ্বারা
হয়েছেন বন্দী তাই মাগিছে শরণ অপ্সরারা।

(নট ও সূত্রধারের প্রস্থান।)

[অপ্সরাগণের প্রবেশ।]

অপ্সরাগণ। রক্ষা কর রক্ষা কর, এখানে দেবতাদের পক্ষে কি আকাশচারী কেউই নাই?

[রাজা এবং সারথির প্রবেশ ।]

রাজা। আর কাঁদ্‌বেন না কাঁদ্‌বেন না, আমি পুরূরবা, সূর্য্য-মণ্ডল থেকে এই ফিরে আস্‌ছি, আমাকে এসে বলুন্, কি বিপদ হতে আপনাদের রক্ষা কর্‌বো ?

রম্ভা। মহারাজ! এই অসুরদের দৌরাত্ম্য হতে আমাদের রক্ষা করুন্।

রাজা। কি ! এত বড় স্পর্দ্ধা, অসুরেরা আপনাদের কি অপ-মান করেছে ?

রম্ভা। মহারাজ! আমরা কুবেরের ভবন হতে আস্‌ছিলেম, এমন সময় মাঝ রাস্তায় মহেন্দ্রের সুকুমার অস্ত্র-স্বরূপ, আর রূপ-গর্ব্বিত-গৌরীর দর্পহারিণী ও স্বর্গের অলঙ্কার-স্বরূপ, আমাদের সেই প্রিয়সখী উর্ব্বশীকে আর তার সঙ্গে চিত্রলেখাকে ধরে নিয়ে গেছে।

রাজা। আচ্ছা, সে অধম নীচ কোন্ দিকে গিয়েছে, তা জানেন কি ?

অপ্সরাগণ। মহারাজ ! এই ঈশানকোণের দিকে।

রাজা। তবে আর কি। আপনারা শোক ত্যাগ করুন্, আমি আপনাদের প্রিয়সখীকে আনবার যত্ন কর্‌বো।

অপ্সরাগণ। মহারাজ ! এ চন্দ্রবংশের সদৃশ কাজই বটে।

রাজা। আপনারা আমার জন্য কোথায় অপেক্ষা কর্‌বেন্।

অপ্সরাগণ। ঐ হেমকূট-শিখরেই থাক্‌বো।

রাজা। সারথি! ঘোড়াদের শীঘ্র চালিয়ে ঈশানকোণের দিকেই নিয়ে যাও।

সূত। যে আজ্ঞা মহারাজ!

রাজা। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! দেখ।

বেশ, বেশ! এ রথের এতো দ্রুতবেগ
গরুড় উড়িতো যদি আমাদের আগে
পারিতাম ধরিবারে তথাপি তাহারে।
রথের সম্মুখে দেখ মেঘদল সব
চূর্ণীকৃত ধূলিসম হয় রথবেগে।
রথচক্রে অরাবলি বোধ হয় যেন
এ দ্রুত ঘূর্ণনে আরো বাড়িয়াছে কত।
চামর তুরঙ্গ-শিরে চিত্রার্পিত-সম
নিশ্চল হয়েছে এবে, রথধ্বজ-পট
মধ্যস্থিত ছিল যাহা, বাতাসের বেগে
পিছু দিকে হেলি পড়ে আছে স্থিরভাবে।

(রাজা এবং সূতের প্রস্থান।)

সহজন্যা। সখি! রাজর্ষি তো গেলেন, তা আমরাও যেখানে থাক্‌বো বলেছিলেম, সেই খানেই যাই চল।

মেনকা। হাঁ তাই চল যাই।

রম্ভা। সখি! রাজর্ষি কি আমাদের এই প্রাণের কাঁটা তুলে দিতে পার্‌বেন।

মেনকা। সখি! তুমি কেন তাতে সন্দেহ কর্‌ছো?

রম্ভা। ও গো দানবগণ দুর্জ্জয় তাতো জান ?

মেনকা। ভয় কি, যুদ্ধ উপস্থিত হলে, মহেন্দ্রও দেবতাদের জয়ের জন্য এঁকে অনেক সম্মান করে পৃথিবী হতে এনে সেনা-মুখে নিয়োগ করেন।

রম্ভা। ইনি সম্যক্ প্রকারে বিজয়ী হউন্।

মেন। (ক্ষণমাত্র সেই খান্ থেকে দেখে) সখি ! আর ভয় নেই, ঐ দেখ উল্লসিত হরিণধ্বজ-রাজর্ষির সোমদত্ত রথ দেখা যাচ্ছে, তিনি এই দিকেই আস্‌ছেন, বোধ হয় যে, ইনি কখনই কর্ম্ম সফল না করে ফির্‌বেন না।

(নিমিত্ত সূচনা।)

[রথারূঢ় রাজা, সারথি ও ভয়নিমীলিতাক্ষী উর্ব্বশীকে ধরে চিত্রলেখার প্রবেশ।]

চিত্র। ভয় নাই আর সখি !

রাজা। আর বৃথা ভয়।

পলায়েছে দৈত্যগণ, ত্যজ ভয় ভীরু !

বজ্রির মহিমা এই রক্ষিছে ত্রিলোক।

তোমার আয়ত চক্ষু মেলাও সুন্দরি !

সরোবরে নিশাশেষে আপনা আপনি

কমল যেমন ফুটে।

চিত্র। এখনো চেতনা

হায়! হলোনা সখীর, বহিছে নিঃশ্বাস,

এইমাত্র রহিয়াছে জীবিত-লক্ষণ

রাজা। বড় ভয় পেয়েছেন প্রিয়সখী তব ;
মন্দার-কুসুমমালা কাঁপিয়া কাঁপিয়া
দেখায়ে দিতেছে যেন হৃৎকম্প তাঁর
সুবিশাল স্তনমধ্য কাঁপিছে নিঃশ্বাসে
মুহুর্মুহু পড়ে উঠে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে।

চিত্র। স্থির হও প্রিয়সখি ! অপ্সরাগণের
হেন কি উচিত হওয়া ?

রাজা। যায় নি এখনো
আহা ! ভয়-কম্প তাঁর, কুসুমের মত
কোমল হৃদয়ে স্তন-আবরণ যেই
চিকণ বসন, আহা কাঁপিয়া কাঁপিয়া
দেখায়ে দিতেছে সেই ভয়কম্প তাঁর।
সচেতন হয়েছেন প্রিয়সখী তব।
আবির্ভূত হলে শশী, যথা অন্ধকার
ছাড়ে রজনীকে ক্রমে, নিশাকালে যথা
অগ্নিশিখা ধূমরাশি কাটি দেয় দেখা।
বেগবতী ভাগীরথী, তীর ভাঙ্গি যবে
তার স্রোতোমুখে পড়ে, হয় কলুষিত,
ক্ষণকাল পরে ক্রমে আপন বেগেতে
দূরে ফেলি পুনঃ তারে প্রসন্ন সলিলে
যান চলি যেই রূপ, সে রূপ তোমার

সখীর স্বতনু হতে ক্রমে মোহাবেশ
ছাড়িয়া যাইছে এবে দেখ দেখ চেয়ে।

চিত্র। উঠ উঠ প্রিয়সখি! দেবগণ-অরি
হয়ে পরাভূত এবে হয়েছে হতাশ।
দয়াবীন মহারাজ আপন্ন তরিতে

উর্ব্বশী। (চক্ষু মেলে)
প্রকাশিয়া অস্ত্রজাল মহেন্দ্র আপনি
উদ্ধার কি করেছেন এ আপদ হতে?

চিত্র। মহেন্দ্র-সদৃশ মহারাজ পুরূরবা
রেখেছেন এ আপদে

উর্ব্বশী। (রাজাকে দেখে স্বগত)
দানবেন্দ্র হতে?
অপমান মোর যাহা, উপকার তাহা
করেছে আমার তরে হইবে বলিতে।

রাজা। (স্বগত) অপ্সরা সকলে মিলি ঋষি নারায়ণে
ছলিতে করিলে মন, ঊরুদেশ হতে
স্থজিলেন এঁরে যবে, দেখিয়া এরূপ
লজ্জিতা যে হয়েছিল অপ্সরা সকল
বল কি আশ্চর্য্য তাতে, তপোরত জন
কেমনে স্থজিল কেন? না হবে এমন।
জগতের কান্তি-দাতা শশধর নিজে;
শৃঙ্গারের এক-রস মদন অথবা;

কিম্বা যেই মাস হয় পুষ্পের আকর।
এর মধ্যে কেউ এঁর স্বজন-ব্যাপারে
হয়েছিল, প্রজাপতি, বেদাভ্যাস-জড়
বিষয়ে নিবৃত্ত মন সে পুরাণ-মুনি
এই মনোহর রূপ পারে কি গড়িতে?

উর্ব্ব। প্রিয়সখি চিত্রলেখা! সখীরা কোথায়?

চিত্র। অভয়প্রদায়ী রাজা জানেন কোথায়॥

রাজা। বিষণ্ণ ভাবেতে অতি সখীজন তব।
আছেন নিশ্চয় এবে, সুন্দরি! যখন
যদৃচ্ছা নয়নপথে কাহারো যদ্যপি
থাকেন আপনি কভু, দেখিতে তোমায়
ব্যাকুলিত সেই জন হয় পুনরায়।
হবে যে বিষণ্ণতর চির-ভাল-বাসা
সখীজন তব, এতে সংশয় কি আর?

উর্ব্ব। (স্বগত) আহা কি অমৃত মাখা বচন তোমার
চাঁদ হতে ঝরে সুধা, আশ্চর্য্য কি তার?

রাজা। (প্রকাশ্যে)—রাহুগ্রাসে শশধর মুক্ত হলে যথ
উৎসুক-নয়নে লোক দেখে তার পানে,
তথা সখীজন তব হেমকূট হতে
সুতনু! তোমার মুখ দেখিছেন এবে।

উর্ব্ব। (সস্নেহ-লোচনে রাজাকে অবলোকন।)

চিত্র। তাকিয়ে রয়েছ সখি! একি আমাপানে

উর্ব্ব। সম-দুঃখ-সুখভাগী-জনেরে দেখিছে
হাঁ সখি! এ চক্ষু মোর।

চিত্র। এর মধ্যে কেবা
হইল তোমার সখি! দুখ-সুখ-ভাগী?

উর্ব্ব। প্রণয়ী যে জন সেই হয় এইরূপ।

রম্ভা। (সহর্ষে দেখিয়া)
এই যে রাজর্ষি এই শশধর যেন
বিশাখা নক্ষত্র সনে, আসিছেন হেথা
লইয়া উর্ব্বশী আর চিত্রলেখা দোঁহে।

মেনকা। পেলেম সখীরে আর অক্ষত রাজর্ষি
মনোমত এ দুটীই হয়েছে আমার।

সহ। সখি! বলেছিলে বড় দুর্জ্জয় দানব।

রাজা। এই শৈলোপরে রথ নাবাও সারথি

উর্ব্বশী। (রথ সংক্ষোভ ভয়ে রাজাকে অবলম্বন।)

রাজা। ধরাতলে নাবা মোর হইল সফল,
আয়ত-লোচনা এই অপ্সরার সনে
অঙ্গস্পর্শ সুখ-ময় রথের কম্পনে
হইল আমার যেই, কাঁটা দিল গায়ে;
মদন আপনি যেন রোপিল অঙ্কুর।

উর্ব্ব। (সলজ্জ-ভাবে)
সর সর প্রিয়সখি!

চিত্র। পারিনে সরিতে

রম্ভা। প্রিয়কারী মহারাজে চল গো সকলে
অভ্যর্থনা করি গিয়ে।

রাজা। রাখ রাখ রথ
ব্যাকুলা দেখিছি আহা মিলনের তরে
পরস্পর এঁরা এবে ; সখীরা ইহাঁর
মিলিতে ইহাঁর সনে আকুলা যেমন,
ইনিও তেমনি সখী-আলিঙ্গন তরে,
লতা আলিঙ্গিতে যথা ঋতু-শোভা অতি
ব্যাকুলিত হয়, আরো লতাও যেমন
মিলিতে সে শোভাসনে অতীব আকুলা,
পরস্পরে তথা এঁরা ব্যাকুলা এখন।

অপ্সরাগণ। জয় জয় মহারাজ ! আজি ভাগ্যবলে
পরম বিজয় লাভ হলো আপনার।

রাজা। সখীলাভ তোমাদের, এই জয় মোর।

উর্ব্ব। (চিত্রলেখার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতরণ এবং সখীগণের সহিত আলিঙ্গন পূর্ব্বক)—
দৃঢ় আলিঙ্গন সখি ! করহ আমায়,
মনে আর ছিল না যে দেখা হবে ফিরে।

অপ্সরাগণ। মহারাজ পুরূরবা স্বযশ বিস্তারি
পালুন পৃথিবী চির রাজদণ্ড ধরি।

সূত। সুবিপুল রথ সংখ্যা দেখা দিল আসি।
গগনপ্রদেশ হতে সুবর্ণ অঙ্গদে

প্রথম অঙ্ক।

ভূষিত আপন অঙ্গ মহান্ প্রকৃতি
কোন পুরুষপ্রধান, তড়িতে জড়িত
মেঘ দল সম, নাবে শৈলাগ্র শিখরে।

অপ্সরাগণ। কি আশ্চর্য্য চিত্ররথ এসেছেন হেতা!

[চিত্ররথের প্রবেশ।]

চিত্ররথ। বিক্রম মহিমা তব এবে ভাগ্য বলে
মহা উপকার সাধি বাড়িল এখন।

রাজা। এসো এসো প্রিয়সখা গন্ধর্ব্বের রাজ!

চিত্ররথ। বয়স্য! দানব কেশী হরেছে উর্ব্বশী;
এই শুনে শতক্রতু উদ্ধারিতে তারে
গন্ধর্ব্বসেনার প্রতি করেন আদেশ।
বিমান-বিহারী-মুখে শুনে অনন্তব
তোমার এ যশোরাশি, ভেটিতে তোমায়
এলেম এখানে আমি, বাসনা আমার,
লয়ে উর্ব্বশীরে নিজে চল মহারাজ
মহেন্দ্র সদনে এবে, দেখিতে তাঁহারে;
প্রিয় কার্য্য মহেন্দ্রের করেছো মহৎ।
ঋষি নারায়ণ এঁরে সৃজিয়া আপনি
দিছিলেন ইন্দ্রদেবে, উদ্ধারি এখন
দুর্জ্জয় দানব হতে সেই উর্ব্বশীরে

দিতেছ তাঁহারে পুন ইন্দ্রসখা তুমি।

রাজা। বলো না এমন সখা! সাধ্য কি আমার
হেন কর্ম্ম করি; বজ্রধারী-পক্ষে যারা,
সতত বিজয়ী তারা তাঁহারি বলেতে।
সিংহধ্বনি-প্রতিধ্বনি যদিও প্রবেশে
পর্ব্বত-কন্দর-মাঝে, তবু ত্রস্ত তাতে
হয় দেখ করিগণ।

চিত্ররথ। এ বিনয় সখা!
আপনার্‌ই যোগ্য বটে, বিনয় সতত
বিক্রমের অলঙ্কার!

রাজা। শতক্রতুসনে
সাক্ষাৎ করি যে হেন সময় এ নয়;
অতএব যাও সখা! ইহাঁরে লইয়া
প্রভুর সমীপে এবে।

চিত্ররথ। বাসনা যেমন
তব, সাধিব তেমনি। এসো এসো সবে!

(সকলের প্রস্থানোদ্যোগ।)

উর্ব্ব। (জনান্তিকে) সখি চিত্রলেখা! মহারাজ আমার এত উপকার কর্‌লেন. কিন্তু আমি তাঁকে কিছুই বল্‌তে পার্‌ছি না, তা তুমি না হয় আমার হয়ে কিছু বল।

চিত্র। (রাজার সম্মুখীন হইয়া) মহারাজ! উর্ব্বশীর নিবেদন এই যে, আপনি যদি অনুমতি করেন, তা হলে উনি ওঁর প্রিয়-

তমী। সখীর ন্যায় আপনার কীর্ত্তিকে, সঙ্গে করে স্বর্গেতে নিয়ে যান।

রাজা। হাঁ এখন আপনারা যান, কিন্তু আবার যেন দেখা হয়।

উর্ব্ব। (নাট্য দ্বারা ঊর্দ্ধ্বগমন-ভঙ্গ প্রকাশ করিয়া) আঃ—এই লতাটাতে আমার মালাটা জড়িয়ে গেছে, তা সখি! এটা খুলে দেনা ভাই! (রাজাকে দর্শন)।

চিত্র। (হাস্য করিয়া) তাই তো সখি! বড় এঁটে লেগে গিয়েছে, ছাড়াতে যে পার্চ্চিনে।

উর্ব্ব। আঃ—এ সময় আবার ঠাট্টা, দেওনা ভাই ছাড়িয়ে।

চিত্র। যে জড়িয়ে গেছে, তা কি শীঘ্র ছাড়ান যায়, তবু ভাই ছাড়িয়ে দিচ্ছি।

উর্ব্ব। প্রিয়সখি! তোমার এ কথাগুলো মনে রেখো।

রাজা। (লতার দিকে দেখে)

বড় প্রিয় আচরণ করিলি রে লতা!
যেতে বাধা দিয়ে তাঁয় ক্ষণ কাল তরে।
ফিরায়েছে বদনার্দ্ধ আমার দিকেতে
অপাঙ্গ-নয়না, তারে দেখিলাম পুন।

(উর্ব্বশী রাজাকে দেখিতে দেখিতে ঊর্দ্ধ্বগামিনী সখীদিগকে দেখিতে লাগিলেন)

সূত। মহারাজ আপনার বায়ব্যাস্ত্র এবে
ইন্দ্র-দ্বেষী দৈত্যগণে লবণ সাগরে
ফেলি, পশিতেছে পুন তুণের ভিতরে;

বিবরেতে মহাসর্প পশয়ে যেমতি।

রাজা। রাখ তবে রথ সূত! উঠি পুনরায়

উর্ব্ব। (রাজাকে সস্পৃহলোচনে দেখিতে দেখিতে)—
উপকারী জন সনে দেখা কি হইবে?

(গন্ধর্ব্ব ও সখীগণের সহিত প্রস্থান।)

রাজা। দুর্ল্লভ বস্তুতে মন করয়ে মদন
এই সুরাঙ্গনা দেখ যায় সুরলোকে—
শরীর হইতে মন টানিয়া সহসা
লয়ে যায় তার সাথে, রাজহংসী যথা—
ছিঁড়িয়া মৃণাল, তার অগ্রভাগ হতে
টানিয়া মৃণালসূত্র লয়ে যায় বহি।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

[বিদূষকের প্রবেশ।]

বিদু। ওহে নিমন্ত্রণ কর্‌তে এসেচো ! যাও যাও রাজার সেই গুপ্ত কথাটা পরমান্নের মত আমার পেটে ঘুট্‌মুট্‌ কর্‌চে; লোক জন যেখানে অধিক, সেখানে ত জিব বন্দ করে রাখ্‌তে পারি না, তা যতক্ষণ রাজা ধর্ম্মাসনে থাকেন, ততক্ষণ না হয় মুড়ি স্থড়ি দিয়ে এই দেব-মন্দিরে—এখানে লোক জনের বড় ভিড় নেই—তা এই দেব-মন্দিরেই উঠে বসে থাকি গে।

(মুড়ি স্থড়ি দিয়ে মুখে হাত দিয়ে উপবেশন।)

[নিপুণিকার প্রবেশ।]

নিপু। (স্বগত) রাণী আজ্ঞা কর্‌ছিলেন যে, নিপুণিকা ! যে অবধি রাজা সূর্য্যমণ্ডল থেকে ফিরে এসেচেন, সে অবধি তাঁর মন যেন তাঁতে নেই, এমনি হয়ে গিয়েচেন, আপনাকে আপনি হারিয়েচেন ; তা সখি ! তুই বরং গিয়ে যদি পারিস্‌ ত আর্য্য মানবকের

কাছ্ থেকে জেনে আয় দিকি যে, তাঁর এত ভাবনা কিসের জন্যে ? তা এখন সেই ব্রাহ্মণকে কি বলে সেই কথাটা জিজ্ঞাসা করি। আর তুমিও যেমন;—ঘাসেতেও কি কখন শিশির অনেকক্ষণ থাকে ? যে তার পেটে কথা থাক্‌বে ? সে রাজার গুপ্ত কথাটা কখন অধিক ক্ষণ রাখ্‌তে পার্‌বে না, দেখি দেখি খুঁজে, কোথায় সে ? (এ দিক্ ও দিক্ দেখিয়া) ও মা ! এই যে সে মুড়ি স্মুড়ি দিয়ে এখানে লুকিয়ে বসে যেন কি ভাব্‌চে ; মরি কি চেহারাই, ঠিক যেন একটী বানরের ছবি এঁকে রেখে গেচে। (প্রকাশে) মহাশয় ! প্রণাম গো।

বিদূ। তোমার মঙ্গল হোক্। (স্বগত) আ মলো ! এই দুষ্ট ছুঁড়ীটাকে দেখে রাজার সেই কথাটা মুখ ফেটে বেরুচ্যে। (কিঞ্চিৎ মুখ ঢাকিয়া প্রকাশে) আচ্ছা নিপুণিকে ! গান বাজ্‌না ছেড়ে কোথায় চলেছ ?।

নিপু। দেবীর আজ্ঞায় আপনাকে দেখ্‌তে এসেচি।

বিদূ। তিনি কি আজ্ঞা করেচেন ?

নিপু। দেবী বল্লেন্ যে, আমার উপর আর্য্য মানবকের অনুগ্রহ নেই; তিনি আমার এই ক্লেশের সময় একবার দেখ্‌তে আসেন না।

বিদূ। কি হয়েচে, প্রিয়বয়স্য কোন প্রতিকূল কাজ করেছেন না কি ?

নিপু। তা রাজা যার জন্যে এত ভাবিত, সেই স্ত্রীর নাম ধরেই রাণীকে ডেকেছিলেন।

বিদূ। (স্বগত) কি! বয়স্য নিজেই আপনার গুপ্ত কথা ফাঁস করেছেন? আমি বামুন, আমি কি করে এখন জিব বন্দ করে রাখি! (প্রকাশে) হাঁ হাঁ সেই অপ্সরা উর্ব্বশীর নাম তো? আরে তাকে দেখে অব্ধি খেপে উঠেছেন, খেপে যে কেবল রাণীকেই ক্লেশ দেন, তাঁ নয়, আমি ব্রাহ্মণ—আমাকেও না খেতে দে মাল্লেন্।

নিপু। (স্বগত) রাজার সেই গুপ্ত কথার ভেদ্‌টা তো মারা হলো তা এখন গিয়ে রাণীকে এই সকল কথা জানাই।

(নিপুণিকার গমনোদ্যোগ।)

বিদূ। দেখ নিপুণিকে! কাশিরাজ-দুহিতাকে আমার নাম করে এই কথা গিয়ে বল, যে, আমি তো রাজার এই মৃগ-তৃষ্ণা ঘুচাতে গিয়ে হিম সিম খেয়েছি, তা এখন আপনার মুখ-কমল যদি দেখেন, তা হলেই তা হতে ক্ষান্ত হবেন।

নিপু। যে আজ্ঞা যাই।

(প্রস্থান।)

[বৈতালিক।]

নেপথ্যে। মহারাজ! জয় হউক। মহারাজ! জয় হউক।

সবিতা এ ধরাতলে নাশি তমোরাশি।
বিতরে সকলে আলো গগনে প্রকাশি॥
অধিকার মধ্যে তব, সুখময় এই ভব,
করেছ প্রজার সব বিপদ-সমূহ নাশি।

অকাশের মধ্যস্থান, হলে রবির গমন,
লভেন আরাম যথা রহি এক ক্ষণ।
তথা ছ-প্রহরের পর, ত্যজি কর্ম্ম নৃপবর,
ক্ষণকাল তরে এবে লভেন বিশ্রাম আসি॥

বিদূ। এই যে প্রিয়বয়স্য ধর্ম্মাসন হ'তে উঠেছেন, এখানেই আস্‌ছেন, তবে তাঁর কাছে যাই।

[উৎকণ্ঠিত-বেশে রাজার প্রবেশ।]

রাজা। দেখামাত্র সে অবধি, সে সুরসুন্দরী
প্রবেশ করেছে হৃদে, খুলে গেছে পথ
তায়, সেই মদনের অব্যর্থ শরেতে—

বিদূ। কাশিরাজ-দুহিতা রাণীও মনে বড় দুঃখ পেয়েছেন।

রাজা। আমাদের গুপ্ত কথা কি করে ফাঁস হলো?

বিদূ। (স্বগত) সেই দাসীপুত্রী নিপুণিকা আমাকে ঠকিয়েছে, তা না হলে বয়স্য এমন কথা বল্‌বেন কেন?

রাজা। চুপ্ করে রইলে যে?

বিদূ। জিহ্বা এম্‌নি বন্দ করেছিলেম্‌, যে আপনার কথাতেও উত্তর নেই।

রাজা। ভাল, তা এখন মনকে কি উপায়ে সুস্থির করি, বল দেখি।

বিদূ। হয়েছে মহাশয়! চলুন রন্ধনশালায় যাওয়া যাক্‌।

রাজা। কেন সেখানে কি ?

বিদূ। কেন ? পাঁচ রকম অন্ন ব্যঞ্জন, মিটাই সন্দেশ উত্তমরূপে আয়োজন হয়েছে, সেই সব দেখে আর খেয়ে দেয়ে মনকে সুস্থির করবেন।

রাজা। সেখানে তোমার অভিলষিত রস পেয়ে তুমি সন্তুষ্ট হবে, কিন্তু আমার এ মনের যে প্রার্থনা, তাতো বড় সুলভ নয়, তাতে আমি আমার মনকে কি করে শান্ত করবো।

বিদূ। আমি তো আপনাকে বল্লুম, যে তাঁর নয়নপথে আপনি পড়েছেন।

রাজা। তাহলে কি হবে ?

বিদূ। বলি তবে তাঁকে বড় দুর্লভ মনে করবেন না।

রাজা। অহে তাঁর রূপের তুলনা নেই, তাঁর রূপ অলৌকিক।

বিদূ। আমার যে বড় কুতূহলটা হচ্ছে ? তবে আমিও তাঁরই দ্বিতীয় হবো, আমিও অলৌকিক কি না ?

রাজা। তাঁর প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা তো আমি কখন করিনি, আর হয়ও না, তবে একটু সংক্ষেপে বলি শুন।

বিদূ। বলুন, আমি সব, মন দিয়ে শুনচি।

রাজা। আভরণ যত আছে, তাঁর বপু হয়
তা সবার আভরণ, বেশ ভূষা সজ্জা
গন্ধ মাল্য যত আছে,—রমণীর দেহ
ভাল সাজাবার তরে—তাঁর অঙ্গ, শোভা
তা সবার সবিশেষ ; যতেক উপমা

আছে, তা সবার সেই বপু, ওহে সখা!
উপমাস্বরূপ ; এই বলিনু সংক্ষেপে।

বিদূ। কিন্তু আপ্‌নি যে মৃগতৃষ্ণা-রসের লোভী চাতকের মত হয়ে উঠ্‌লেন দেখ্‌চি।

রাজা। বয়স্য! নানা প্রকার শীতল উপচার ভিন্ন এর আর তো উপায় দেখ্‌তে পাইনে, তা প্রমদবনের দিকেই চলো।

বিদূ। কি করা যায়? এই দিকে আসুন্, এই যে প্রমদবনের পরিসর, এই যে, আগন্তুক দক্ষিণ মারুত আপনি আলাপ না কর্‌তে কর্‌তেই আপ্‌নাকে অভ্যর্থনা কর্‌ছে।

রাজা। দক্ষিণ বাতাস এই, ঠিক নাম বটে।
বসন্তের শোভা বনে সিঞ্চিয়া সিঞ্চিয়া
দক্ষিণ মারুত দেখ, খেলাইছে এবে
কুন্দলতা ; স্নেহ আর দাক্ষিণ্য-যোগেতে
কামীদের মত তারে বোধ হয় মোর।

বিদূ। এরও যেন আপনার মত এক বিষয়েই মন থাকে। এখন মহাশয় প্রমদবনে প্রবেশ করুন।

রাজা। প্রথমে প্রবেশ তুমি এ প্রমদবনে।

(উভয়ের প্রমদবনে প্রবেশ।)

ছিল মনে এলে হেথা এ আপদ হতে
পাব প্রতীকার, ভাবি, প্রবেশি এখানে—
দেখি এবে বিপরীত ঘটিল আমার,
শান্তি-হেতু প্রবেশিয়া শান্তি নাহি হলো,

স্রোতোমুখে যেতে যেতে প্রতিকূল স্রোত
ফিরায় পথিকে যথা বিপরীত দিকে,
সেইরূপ দশা মোর হইল এখানে ;
এলেম এখানে হায় শান্তিলাভ-আশে
কি করে তা হবে বল এ উদ্যান-মাঝে।

বিদূ। কেন মহাশয় ?

রাজা। একেতো দুর্ল্লভ বস্তু চায় মোর মন,
নিবারিতে সেই আশা অসাধ্য আমার ;
আগে হতে বিঁধিয়াছে মদন সে মনে,
আবার এখন সখা উপবন-গত
আম্র গাছ মুকুলিত হয়েছে এখানে,
মলয় বাতাস তায় ফেলেছে তুলিয়া
পুরাতন পাণ্ডুবর্ণ পাতা ধীরে ধীরে,
দৃঢ় রূপে তাই লয়ে বিঁধিছে মদন,
হেথা শান্ত কি করিয়া হবে মোর মন।

বিদূ। দুর হোক্ গে,—কেন আর বিলাপ কর্ছেন, আমি বল্‌ছি মহাশয় ! এই অনঙ্গই শীগ্‌গির আপনার অনুকূল হবেন।

রাজা। আচ্ছা ভাই ! তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার কথাই আমি গ্রহণ কর্‌লেম।

বিদূ। মহাশয় ! দেখুন দেখুন, সাক্ষাৎ বসন্ত অবতীর্ণ হওয়াতে প্রমদবনের কেমন শোভা হয়েছে।

রাজা। বসন্তের পদক্ষেপ দেখিতেছি সখা !

হেথা পাই পদে-পদে তারে হে দেখিতে।
কুরুবক ফুটিয়াছে দেখহ সম্মুখে
পাটল-বরণ শোভা, স্ত্রীনখ-সমান—
দুই পাশে কালো তার; অশোকের কুঁড়ি
ফুটিবার তরে আছে উন্মুখ হইয়া
প্রিয়-প্রেম-আলিঙ্গন যেন অভিলাষী।
আম্রের নবমুঞ্জরী—বাঁধেনি তাহাতে
গুঁড়ো ভাল করে, তাই পাঙাশ-বরণ—
শোভিছে সম্মুখে; মধ্যে বসন্তের শোভা,
দুপাশে তাহার, দোঁহে, সৌন্দর্য্য, যৌবন,
বিরাজ করিয়ে যেন আছয়ে এখানে।

বিদূ। আহা এই মাধবীলতা-মণ্ডপ-তলটি কালো পাতরে কেমন বাঁধান, তাতে সব কুসুম পড়েছে, অলিগণ কুসুমের উপর রয়েছে, এ যেন আপনারই উপচারের জন্য এখানে আছে, আপনাকেই অভ্যর্থনা কর্‌ছে, তা ওদের প্রতি একটু অনুগ্রহ প্রকাশ করুন।

রাজা। তোমার যা ইচ্ছা।

বিদূ। তা এখন এইখানে বসে না হয় ললিত লতা সকল সতৃষ্ণ নয়নে দেখে উর্ব্বশী-গত উৎকণ্ঠার বিনোদন করুন।

রাজা। উপবন-লতা সব, অতি রমণীয়
পল্লবে শোভিত, বহু কুসুমিত হয়ে,
অশক্ত রাখিতে তবু বান্ধিয়া নয়ন—

যে নয়ন দেখিয়াছে সেই অঙ্গনারে,
সে ললনা-বিরহেতে দুঃখী যে নয়ন—
ভাবহ ভাবহ সখা! উপায় ইহার।

বিদূ। আমি ভাবি, কিন্তু আপনি বিলাপ করে যে আমার সমাধি ভঙ্গ কর্‌বেন, তা হবে না। আহা আমি কি কাজের লোক!

রাজা। (নিমিত্ত সূচনা প্রকাশ পূর্ব্বক।)

পুর্ণচন্দ্র-মুখী সেই নহে ত সুলভ,
অনঙ্গ এমন কেন করিল এখন।
বাঞ্ছিত-বস্তুর সিদ্ধি হইলে উন্মুখ,
কতক সান্ত্বনা যথা পায় ওহে! মন
সেই রূপ কিছু শান্ত হয় মোর প্রাণ
যেন বা বাঞ্ছিত-বস্তু পেয়েছি সম্মুখে।

[বিমানারোহণে উর্ব্বশী ও চিত্রলেখার প্রবেশ।]

চিত্র। বলি সখি! কোথায় যাচ্ছো, আর কিসের জন্যই বা যাচ্ছো, তা তো কিছুই ভেঙ্গে বলো নি?

উর্ব্ব। সখি! হেমকূট-শিখরে যখন আমার মালা লতাতে জড়িয়ে গিয়েছিল, আমি তোমাকে খুলে দিতে বল্লুম্, তুমি ঠাট্টা করে আমায় বল্লে, বড় এঁটে গিয়েছে, আমি খুল্‌তে পার্‌চি না, তা কি আর মনে পড়ে না: এখন আবার জিজ্ঞাসা কর্‌চো, কিসের জন্যে, কোথায় যাচ্ছো?

চিত্র। তবে কি রাজর্ষি পুরূরবার কাছে যাচ্ছো না কি?

উর্ব্ব। হাঁ ভাই! লজ্জা সরম খেয়ে এই কাজই কর্ত্তে বসেছি।

চিত্র। কোন সখীকে আগে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলে কি?

উর্ব্ব। কেন আমার হৃদয়কেই পাঠিয়েছিলেম।

চিত্র। তবু সখি! একটু স্থির হয়ে বিবেচনা কর।

উর্ব্ব। সখি! এ কাজে মদন নিজে আমাকে পাঠাচ্ছে। ধৈর্য্যই বা কৈ, আর বিবেচনা কর্‌তেই বা পারি কৈ।

চিত্র। এর পর আর উত্তর নেই।

উর্ব্ব। এখন সখি! বল দেখি কোন পথ দিয়ে, কি করে যাই? যাতে কোন বিপদে না পড়ি, এমন করে আমাকে নিয়ে যাও না ভাই!

চিত্র। ভয় কি, সুরগুরু বৃহস্পতি হতে সেই অপরাজিত শিখা-বন্ধনী বিদ্যাত আমরা পেয়েছি। তা তাতে অসুরদের হতেও তো আর আমাদের বিঘ্ন কি ভয়ের বিষয় নেই।

উর্ব্ব। হৃদয় তা সকলই জান্‌ছে, কিন্তু এমুনি ভীত হয়েছি যে, কিছুই স্থির কর্‌তে পাচ্ছি নে।

চিত্র। সখি! দেখ দেখ, এই যে রাজর্ষির ভবনের নিকটে এসেছি, রাজর্ষির ভবন যেন এই প্রতিষ্ঠাননগরের শিখাভরণ! আহা! গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের পবিত্র জলে তার কেমন প্রতিবিম্ব পড়েছে, ঠিক যেন, আপনাকে আপ্‌নি দেখ্‌ছে।

উর্ব্ব। আহা! স্বর্গ যেন ঠাঁই নেড়ে এখানে এসেছে। এখন সেই বিপন্ন-পরিত্রাতা রাজর্ষি কোথায়?

চিত্র। এই প্রমদবন—(আহা! এটী যেন নন্দন-কাননের এক ভাগ—এই প্রমদবনে নেবে জানবো এখন, তিনি কোথায়? (উভয়ের অবতরণ) এই যে রাজর্ষি এই খানেই আছেন। সখি! এই দেখ নবোদিত চাঁদ যেমন জ্যোৎস্নাকে প্রতীক্ষা করে, তেম্নি ইনিও তোমার জন্য বসে রয়েছেন।

উর্ব্ব। আগে যেমন দেখেছিলেম, মহারাজ আমার কাছে এখন তার চেয়েও প্রিয়দর্শন হয়েছেন।

চিত্র। হতেই পারে, এখন এসো, চলো যাই।

উর্ব্ব। না ভাই! এখন যাবো না, এসো আমরা তিরস্করিণী দ্বারা আবৃত হয়ে প্রচ্ছন্নভাবে শুনি—ওঁর বয়স্যের সঙ্গে নির্জ্জনে বসে কি কথা বার্ত্তা হচ্চে।

চিত্র। তোমার ভাই যা ভাল লাগে।

বিদূ। আপনার তো এত দুর্ল্লভ মনে হচ্চে. কিন্তু শর্ম্মা আপনার প্রিয়া-সমাগমের এক বিলক্ষণ উপায় বের্ করেছেন।

উর্ব্ব। এ কি? আহা! সেই কামিনীই ধন্যা, যে আবার এঁর দ্বারা অন্বেষিত হয়ে আপনার মনকে সুখী করে।

চিত্র। ধ্যান করে দেখ না কেন কে? বিলম্ব কর্‌ছো কেন?

উর্ব্ব। না ভাই! এত শীগ্‌গির ওঁর মন জান্‌তে ভয় হচ্চে।

বিদূ। মহাশয়! বল্‌ছিলেম কি? বলি শর্ম্মা আপনাদের মিলনের উপায় করেছে।

রাজা। আচ্ছা ভাই! বল দেখি কি?

বিদূ। বলি নিদ্রা গেলে, স্বপ্নেও সমাগম হতে পারে, তা নিদ্রা

যান্ না কেন? কিম্বা উর্ব্বশীর প্রতিমূর্ত্তি এঁকে, তাই দেখে আপনার মন্‌কে খুসী করুন্।

রাজা। উভয় উপায় সখা! নহে তো সঙ্গত।
কামদেব-বাণে মোর হৃদয় এখন
অন্তর্ব্বিদ্ধ হয়ে যেন সশল্য রয়েছে,
কি করে লভিব স্বপ্ন-সমাগম-কারী
নিদ্রারে, ছবিতে যদি পাই তারে আমি
তবু নয়নের মম অশ্রুপূর্ণ-ভাব
ঘুচিবে না, সখা! তারে দেখিব কেমনে?

চিত্র। সখি! শুন্‌লি?

উর্ব্ব। হাঁ শুন্‌লেম্, কিন্তু হৃদয়ের এখনো তৃপ্তি হয় নি, আরও শুন্‌তে ইচ্ছা হচ্চে।

বিদূ। তবে আর কি বল্‌বো মহাশয়! আমার তো ঘটে আর কিছুই নেই।

রাজা। নিতান্ত কঠিন এই মনঃপীড়া মম
জানে না সে, জেনে কিবা আপন প্রভাবে,
তুচ্ছ করে মোর প্রেমে; অরে পঞ্চবাণ!
কৃতী বটে তুই! দেখ্ 'তার সমাগম'
এই মনোরথ তুই দিলি বা কেমনে?
জানি আমি মনোরথ ফলিবে না কভু
নীরস ফলের মত সুপক্ক হবে না।

উর্ব্ব। সখি! হায় হায়, আমাকে ধিক্, যে মহারাজ আমাকে

এমন মনে করেন, আমিও এখন একেবারে তাঁর সম্মুখে যেতে পাচ্চি নে, তা প্রভাব-নির্ম্মিত ভূর্জ্জপত্রে আমার মনের ভাব লিখে তাঁর কাছে ফেলে দিই, কি বল?

চিত্র। ভালই তো, তাই করো ভাই।

(উর্ব্বশী নাট্য দ্বারা পত্র লিখিয়া নিক্ষেপ করিলেন।)

বিদূ। ও গো এ কি গো! গেলুম্ গো! খেলে গো! সাপের খোলশ আমাকে খাবার জন্য এখানে পড়ে গিয়েছে।

রাজা। আরে না না, এ যে ভূর্জ্জপত্র, সাপের খোলশ না, এতে আবার কি লেখা আছে যে!

বিদূ। হয় তো উর্ব্বশী ভাগ্যক্রমে আপনার বিলাপ উপর থেকে শুনে, অনুরাগ জানিয়ে লিখে পাঠিয়েছেন।

রাজা। দেবতাদের অসাধ্য কিছুই নাই (পাঠ করিয়া) সখে! তুমি যা বলেছিলে তাহাই বটে।

বিদূ। বটে তো মহাশয়, এখন এতে কি লেখা আছে, পড়ুন দেখি, কি লিখেছেন শুনাই যাক্।

উর্ব্ব। ইঃ নাগর যে,—সব কথা গুলি শুন্‌তে হবে।

রাজা। তবে শোন।

> "কি বলিলে প্রাণনাথ! আর বলো নাই।
> দুখে থাক তুমি, আমি সুখেতে কাটাই॥
> পারিজাত পুষ্পশয্যা আছয়ে স্বর্গেতে।
> তোমার বিরহে নাথ! সুখ নাহি তাতে॥
> ইন্দ্রের কাননে নাথ মলয় বাতাস।

গন্ধ লয়ে আমোদিত করয়ে আকাশ ॥
তোমার বিরহে সেই মলয়পবন।
দাহ করে অঙ্গ মোর জীবনে মরণ ॥

উর্ব্ব। মহারাজ না জানি এখন কি বলেন।

চিত্র। আর বল্‌বেন কি? ম্লান কমলের মত শরীরটি দেখেও কি আর বুঝ্‌তে পাচ্চো না?

বিদূ। ভাগ্যে এই ক্ষুধিত ব্রাহ্মণের দ্বারা আপনার আশ্বাসের কারণ এই স্বস্তিবাচনিক দ্রব্য পাওয়া হয়েছে।

রাজা। আশ্বাস-কারণ শুধু বলো না ইহায়,
ভূর্জ্জপত্রে নিবেশিত ললিতার্থ শ্লোক
প্রিয়া মোর গাঁথি, নিজ প্রেম জানাইয়া
দিয়াছেন মোরে এবে—প্রকাশ করিছে
যাহা তুল্য অনুরাগ,—সুখের কারণ
এতই আমার ইহা ; যেন এতে সখা,
মদিরেক্ষণার সেই আননের কাছে
মোর উৎপক্ষ্মল-মুখ হলো সমাগত।

উর্ব্ব। এতে তোমারও যেমন মনের ভাব হয়েছে আমারও তৈম্‌নি।

রাজা। বয়স্য! আঙ্গুলের ঘামে অক্ষরগুলি মুচে যাচ্চে, তা তুমি, প্রিয়ার হাতের এই পত্রখানি তোমার হাতে রাখো।

বিদূ। আপনিও যেমন, আর ভাবনা, আপনার মনোরথের ফুল ফুটিয়ে দিয়ে তিনি কি এখন আর ফল দেবেন না?

উর্ব্ব। এঁর কাছেই থাকাতে আমার মন কেমন যে কাতর

হয়েছে, তা বল্‌তে পারি নে; তা যতক্ষণ আমি একটু শান্ত হতে না পার্চি, তা ভাই! তুমি না হয় গিয়ে আমার মনের অভি-প্রায় তাঁর কাছে খুলে বল।

চিত্র। (রাজার নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হউক।

রাজা। আসুন আসুন্! (পার্শ্ব দিক্ দেখে) ভদ্রে! দেখে বড় সন্তুষ্ট হলেম্ বটে, কিন্তু যদি সখী-বিরহিতা হয়ে না আস্‌তে, তা হলে আরও সন্তুষ্ট হতেম, যারা একবার গঙ্গা যমুনার সঙ্গম দেখেছে, তারা কি তাদের পৃথক স্রোত দেখে কখন সেরূপ সন্তুষ্ট হয়।

চিত্র। মহাশয়! আগে মেঘমালা, তার পর না বিদ্যুৎ?

বিদূ। (স্বগত) ইনি উর্ব্বশী নন্, তাঁর সহচরী!

রাজা। এইখানে বসুন।

চিত্র। মহারাজ উর্ব্বশী এই নিবেদন কর্‌ছেন।

রাজা। কি আজ্ঞা করেছেন।

চিত্র। "সুরারি-সম্ভব সেই মহা বিঘ্ন হতে
রেখেছিলে কৃপা করে স্বীয় প্রভাবেতে।
তোমার দর্শন-জাত-মদন এখন
করিতেছে পঞ্চ শরে আমারে পীড়ন,
দয়াপাত্র তব পুনঃ হয়েছি এখন।"

রাজা। সে, প্রিয়দর্শনা, তারে বলহ উৎসুকা,
পুরূরবা তার তরে কাতরিত অতি
তাহা কি দেখনা চেয়ে? অতএব সখি!
সাধারণ এ প্রণয় তুল্য উভয়ের,

ঘটাও মিলন সখি ; তপ্তলৌহ সনে
তপ্তলৌহ মিল করা হয় হে সঙ্গত।

চিত্র। (উর্ব্বশীর প্রতি) সখি! তুমি এখানে এসো, ভীষণ মদনকে এখানে আরও ভয়ানক দেখে এখন আমি তোমার প্রিয়-তমের দুতী হয়েছি, তা সখি! তোমাকে বল্‌ছি, তুমি এখানে এসো।

উর্ব্ব। (আসিয়া) সখি! ভাই তুমি বড় ছট্‌ফটে, এত শীঘ্র আমাকে ছেড়ে আস্‌তে হয়।

চিত্র। সখি! আর এক্‌টু পরেই কে কাকে ছেড়ে যায় তা বোঝা যাবে, এখন সকলের সাম্‌নে প্রকাশ হও।

উর্ব্ব। মহারাজের জয় হউক।

রাজা। নিজ মুখে দিলে যবে মম জয়-ধ্বনি ;
বিজয় হয়েছে মোর! জয়শব্দ তব,
সুন্দরি! সতত হয় ইন্দ্র-দেব তরে
উচ্চারিত, অন্য জনে সেই জয়রব
হইয়াছে উদীরিত, বিজয় তখনি।

(হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আসনে বসাইলেন।)

বিদূ। আপনার এ কেমন ভাব্, একে রাজার বন্ধু, তায় ব্রাহ্মণ, আমাকে প্রণাম না করেই যে বড় বস্‌লেন।

উর্ব্ব। (হাস্য করিয়া) প্রণাম মহাশয়!

বিদূ। আপনার মঙ্গল হউক।

(নেপথ্যে)

দেবদুত।—সঙ্গে করি উর্ব্বশীরে চিত্রলেখা! তুমি ত্বরা করি

এসো হে অম্বরতলে ; মহামুনি ভরতের কৃত
অষ্ট-রসাশ্রিত সেই প্রয়োগের, যার শিক্ষা তিনি
দিয়াছেন তোমাদের অতি যত্ন করি, আজ্ তার
সুললিত অভিনয় দেখিবেন ইন্দ্রদেব নিজে,
সমুদায় লোকপাল, সকল মরুদ্গণ-সাথে।

চিত্র। দেবদূতের কথাতো শুন্‌লে এখন মহারাজের অনুজ্ঞা লয়ে তাঁর নিকটে বিদায় নেও।

উর্ব্ব। সখি! আমার যে আর কথা সর্‌ছে না।

চিত্র। মহারাজ উর্ব্বশীর নিবেদন এই যে, ইনি পরবশ, তা এখন আদেশ কর্‌লে ইনি দেবদেবের নিকট গিয়ে তাঁর কাছে যাতে অপরাধী না হন, তারি চেষ্টা করেন।

রাজা। কেন কেন?—ইন্দ্রের আজ্ঞা প্রতি আমি ব্যাঘাত দিতে চাইনে, এখন কেবল এই বলি আমাকে মনে রাখ্‌বেন।

(উর্ব্বশীর সহিত চিত্রলেখার প্রস্থান।)

রাজা। আর এখানে থাকা নিরর্থক, থাকলেই বা কি, আর না থাক্‌লেই বা কি।

বিদূ। কেন এই যে ভূ—(অর্দ্ধোক্তি—স্বগত) সর্ব্বনাশ উর্ব্বশীকে দেখে হতভম্বা হয়ে আমার হাত থেকে কখন যে সেটা পড়ে গিয়েছে তা টের পাইনি।

রাজা। কি যেন বল্‌তে যাচ্ছিলে না?

বিদূ। মহাশয়! আমি বল্‌তে যাচ্ছিলেম কি, বলি কেন আর বৃথা ভেবে মরেন্, উর্ব্বশী আপনার প্রেমে অত্যন্ত আবদ্ধ হয়েছে,

তা এখান্ থেকে গিয়ে, কি, তিনি সে বন্ধন শিথিল কর্‌তে পার্‌বেন? এমন তো বোধ হয় না।

রাজা। আমারো মনেতে তাই; গমনকালেতে
কাঁপাইয়া পয়োধর সুদীর্ঘ-নিশ্বাসে,
পরবশ অঙ্গ হতে স্ববশ-হৃদয়
গচ্ছিত করেছে মোরে দেখিছি নিশ্চয়।

বিদূ। (স্বগত) বাবা! আমার প্রাণ কাঁপ্‌চে, কখন যে সে ভূর্জ্জপত্র টা চেয়ে বসেন্।

রাজা। সখা! এখন মন্‌টা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে, কি করি বল দেখি, কি করে মনস্থির করি। আচ্ছা সেই ভূর্জ্জপত্রটা দাও তো।

বিদূ। (চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিয়া) তাই তো মহাশয়! সে ভূর্জ্জপত্র টা গেল কোথায়, দেখ্‌তে পাচ্চি নে যে, হুঁঃ! আপনিও যেমন, সে স্বর্গের ভূর্জ্জপত্র উর্ব্বশীর সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গেই গিয়েছে।

রাজা। আরে তোমার সকল কার্য্যই ঐরূপ!

বিদূ। আচ্ছা দেখি রসুন্, খুঁজি আবার ছাই।

(চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ ও বিবিধ প্রকার অঙ্গভঙ্গি।)

[নিপুণিকা ও পরিজনগণের সহিত
ঔশীনরীর প্রবেশ।]

দেবী। নিপুণিকে! সত্যই কি তুই মহারাজকে আর্য্য মানবকের সহিত এই লতাগৃহে যেতে দেখিছিস্?

নিপু। ও মা! আমি কি কখন আপনাকে মিছে কথা বলেছি শুনেছেন?

দেবী। নিপুণিকে! এ টা কি? নূতন বাকলের মত দক্ষিণে বাতাসি এই দিকে উড়িয়ে নিয়ে আস্ছে।

নিপু। ও টা ভূর্জ্জপত্রের মত বোধ হচ্চে, এতে আবার কি লেখা, যে ঘুর্চে, তাই অক্ষর বুঝ্তে পার্চি নে, আপনার নূপুরে লেগে গেছে (ভূর্জ্জপত্র গ্রহণ করিয়া) এই নিন্ এটা পড়ুন্।

দেবী। না, না! আগে তুমি আপনা-আপনি পড়ে দেখ, কোন মন্দ কথা না হয় তো শুন্বো।

নিপু। (পাঠ করিয়া) এখন সে কথাটার অর্থ সব বোঝা গেছে, এ একটা শ্লোক্ বোধ হচ্চে, এই কবিতাটী উর্ব্বশী রাজাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, আর্য্য মান্বকের অসাবধানতায় আমাদের হাতে পড়েছে।

দেবী। তবে পড়ো দেখি শুনি! (নিপুণিকার পাঠ) এই উপহারটী নিয়ে চল সেই অপ্সরা কামুককে দেখিগে।

নিপু। যে আজ্ঞা চলুন।

রাজা। বসন্তের সখা দেব মলয় পবন!
লতাগত পুষ্প যত, তাদের সঞ্চিত
সুরভিত রজোরাশি কর আহরণ,
নিজ গন্ধ-দ্রব্য তরে, কি কায তোমার
তবে চৌর্য্যধনে, এই মম পত্র লয়ে
—প্রিয়া স্নেহ নিজে যাহা স্বহস্তে লিখেছে—

জানো তো কামার্ত্ত জন এইরূপ শত
—আত্ম-বিনোদন-হেতু উপায় ধরিয়া
রাখে আপনার প্রাণে, না থাকে আশ্বাস
যখন তাদের আর প্রিয়ার মিলনে।

নিপু। ঠাকুরাণি! দেখ দেখ, এই ভূর্জ্জপত্রেরই খোঁজ হচ্চে।

দেবী। এখন এইখান থেকে দেখি কি করেন, তুই চুপ কর।

বিদূ। বা! এই যে এটা কি, বা! নীলপদ্মের রঙের মত একটা ময়ূর-পুচ্ছ, আমি মনে করেছিলেম বুঝি সেই ভূর্জ্জপত্র।

রাজা। হায়! আমি গেলুম, আমি কি হতভাগা।

দেবী। (সম্মুখে এসে) আর্য্যপুত্র আর কেন ক্লেশ পাচ্চেন, এই সেই ভূর্জ্জপত্র।

রাজা। (সসম্ভ্রমে স্বগত) এ কি এ, রাণী যে? (প্রকাশে) দেবি! তোমার শুভাগমন ত?

দেবী। আপনার কাছে আমার এখন্ তো আর তা নেই, এখন আমি আপনার পক্ষে দুরাগতাই হয়েছি।

রাজা। (জনান্তিকে) এখন কি করি বল দেখি?

বিদূ। (জনান্তিকে) বমাল শুদ্ধ হাতে নাতে ধরা পড়েছেন আর কি কোন কথা খাটে।

রাজা। আমরা তো এ পত্র খুঁজছিলেম না, একটা মন্ত্রের পত্র খুঁজছিলেম।

দেবী। আপনার সৌভাগ্য ভাল করে লুকিয়ে রাখা উচিত!

বিদূ। আপনি খাবার সামগ্রী আন্‌তে আজ্ঞা দিন, পিত্ত্য পড়েছে বলে এঁর এমন হয়েছে।

দেবী। নিপুণিকে! ব্রাহ্মণটী ভাল, ওঁর সখার মনের দুঃখ যাবার উপায় বেশ বলেছেন, সকল মানুষ কি না আহারের জন্যই ক্লেশ পায়!

বিদূ। কেন? দেখুন ভাল খাবার পেলে সকলেই শান্ত হয়।

রাজা। আরে মূর্খ! চুপ কর, এতে আমি আরো অপরাধী হচ্চি।

দেবী। না আপনার অপরাধ কি, আমি এলে এখন বিরক্ত হন, আমিই অপরাধী; আমি এ সময়ে আপনার সম্মুখে এসেছি; নিপুণিকে! চল আমরা যাই।

রাজা। রম্ভোরু! কোপ সংবরণ কর, আমি তো অপরাধী আছিই, যাকে সেবা কর্‌তে হয়, তাঁরা রাগ কর্‌লে, ভৃত্য যারা, তারা অপরাধী হলেও অপরাধী, না হলেও অপরাধী।

দেবী। তুমি বড় শঠ, আমি এমন নির্ব্বোধ নই যে, তোমার অনুনয় বিশ্বাস করে গ্রহণ কর্‌বো, তুমি যে এতো দাক্ষিণ্য প্রকাশ কর্‌ছো, আর যেন কতই অনুতাপ প্রকাশ কর্‌ছো, তাতে আমার আরো সন্দেহ হচ্চে।

নিপু। দেবী এই দিক্ দিয়ে আসুন।

(রাজাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিজনের সহিত রাণীর প্রস্থান।)

বিদূ। ইঃ, বর্ষাকালের নদীর মত ফেঁপে, রেগেই চলে গেলেন। আর কেন? আপনি উঠুন, তিনি গেছেন।

রাজা। তা নয় বয়স্য! তুমি পারনি বুঝিতে।

ভালবাসা নায়কের প্রেমরস-শূন্য
সুধু মিষ্ট কথা তাহা প্রবেশ কি করে
রসিকা রমণী-হৃদে, মণি চেনে যারা
তারা কি কখন ঠকে ঝুঁটো মণি দেখে।

বিদূ। দয়া করে যা বলেন, কিন্তু চকের ব্যায়রাম হলে কি প্রদীপের আলো সম্মুখে ভাল লাগে ?

রাজা। তা নয় হে বয়স্য! যদিও উর্ব্বশীকে মনের সহিত ভাল বাসি বটে, তথাপি দেবী বহুমানের সামগ্রী, কিন্তু আমি পায়ে পড়্লুম, তবু রাগ গেল না, এই বলে আমিও এখন চুপ করে থাকি।

বিদূ। মহাশয়! এখন দেবীর কথা রেখে দিন্, এই ক্ষুধিত ব্রাহ্মণকে বাঁচান্, পেট জ্বলে গেল যে, আর ইদিকে স্নান-ভোজনেরও তো সময় হয়েছে।

রাজা। (ঊর্দ্ধ্ব দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক)

অর্দ্ধেক দিবস গত হয়েছে এখন।
ঠিক বটে প্রিয়সখা! দেখহ লক্ষণ—
গ্রীষ্ম পরিতপ্ত শিখী তরুগণতলে।
বসিয়াছে শ্রান্ত হয়ে আলবাল-জলে॥
কর্ণিকার কুসুমের ভেদিয়া অন্তর।
সুখ আশে প্রবেশিছে তাহে মধুকর॥
তপ্তবারি ত্যজে দেখ বালহাঁসগণ।
তীর-স্থল-পদ্ম-তলে করিছে শয়ন॥

পিঞ্জরস্থ শুক ক্লান্ত হইয়া এখানে।
যাচে জল চাহি আহা আমা মুখপানে ॥

তৃতীয় অঙ্ক।

[ভরত মুনির দুই শিষ্যের প্রবেশ।]

প্র। ওহে ভাই পৈলব! এই অগ্নি-গৃহ হতে উপাধ্যায় যখন মহেন্দ্রের মন্দিরে যান, তখন তুমি তাঁর আসন নিয়ে তো তার সঙ্গে গিয়েছিলে, আর আমি অগ্নি-গৃহরক্ষার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেম্, তা ভাই তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, গুরুর সেই নাটক-প্রয়োগ দেখে দেবসভা সন্তুষ্ট হয়েছিলেন্ কি না?

দ্বি। কত যে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন্, তা আর কি বল্‌বো, কিন্তু ভাই! সরস্বতী-কৃত সেই "লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর" নাটকাভিনয়ে প্রেম-রসের কথার সময়ে উর্ব্বশী একেবারে যেন উন্মত্তা হয়েছিল।

প্রথম। তোমার কথার ভাবে বোধ হচ্ছে যে, তার তাতে কোন একটা দোষ হয়েছিল।

দ্বি। তাই তো বল্‌ছি, উর্ব্বশী এক বল্‌তে আর এক বলে ফেলেছিল।

প্র। কিরূপ?

দ্বি। উর্ব্বশী লক্ষ্মী সেজেছিল, আর মেনকা বারুণী সেজে-ছিল! তা মেনকা যখন জিজ্ঞাসা করলে যে, "ত্রিলোক-প্রধান-

পুরুষ, লোকপালগণ কেশবের সহিত এখানে সমাগত, তা তোমার হৃদয় কার উপর নিবিষ্ট ?"

প্র। তার পর, তার পর ?

দ্বি। তা কোথায় বল্‌বে পুরুষোত্তম, না,—পুরূরবা, এই কথা, তার মুখ্ দিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লো।

প্র। বুদ্ধি আর যে ইন্দ্রিয় এ সমুদায়ই ভবিতব্যতার অনুকূল হয়, তা মুনি তার উপর রাগ করেছিলেন।

দ্বি। মুনি তৎক্ষণাৎ অভিসম্পাত কর্‌লেন, কিন্তু মহেন্দ্র তাঁকে অনুগ্রহ করেছেন।

প্র। অনুগ্রহ কেমন ?

দ্বি। উপাধ্যায় শাপ দিলেন যে, "যেমন আমার উপদেশ লঙ্ঘন করেছ, তেমনি তোমার দিব্যজ্ঞান নষ্ট হবে" পুরন্দর আবার লজ্জাবনতমুখী উর্ব্বশীকে দেখে বল্লেন্ যে, তুমি যার প্রেমে বদ্ধ, সেই রাজর্ষি, যুদ্ধের সময় আমার সাহায্য করেন, তা তার প্রিয়কার্য্য করা উচিত, অতএব যাবৎ তোমাদের সন্তান না হয়, তাবৎ তুমি যদৃচ্ছাক্রমে পুরূরবার সহবাস কর গে।

প্র। অন্তর্যামী মহেন্দ্রের এ উপযুক্ত কর্ম্ম হয়েছে।

দ্বি। (সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে) কথা কৈতে কৈতে অভিষেক-বেলা উত্তরে গিয়েছে, আবার আমরাও অপরাধী হবো, চল উপাধ্যায়ের নিকট যাওয়া যাক্।

(উভয়ের প্রস্থান।

বিষ্কম্ভক।

[কঞ্চুকীর প্রবেশ।]

কঞ্চু। গৃহী সবে অর্থ তরে যৌবন-কালেতে
শ্রম করি, পরে নিজ সংসারের ভার
সন্তানের প্রতি দিয়া, করয়ে বিশ্রাম।
আমার তো প্রতিদিন টুটিছে সম্ভ্রম
কাকুতি মিনতি-স্বরে সেবা করে করে—
হইয়াছে স্বাভাবিক সেই স্বর এবে।
স্ত্রীগণ সেবার কষ্ট অতি গুরুতর।
সনিয়মা কাশীরাজ-দুহিতা এখন
করেছেন এ আদেশ আমার উপরে
ত্যজি মান ব্রত-তরে নিপুণিকা-মুখে
প্রার্থনা করেছি যাহা রাজার সদনে
বিজ্ঞাপন কর গিয়ে আমার বচনে
মহারাজে এবে পুনঃ, হলে সমাপন
তাঁর, সন্ধ্যাকৃত্য, তাঁরে যাইব দেখিতে।
দিবা অবসানে আহা এই রাজবাটী
অতি রমণীয় বেশ করয়ে ধারণ—
আচ্ছন্ন করিয়া ; নিজ বাস-যষ্টিপরে
বসিয়াছে ময়ূরেরা নিদ্রায় অলস ,
কপোতেরা উড়ি বসে গৃহচূড়াপরে,
জাল-বিনিঃসৃত এই ধূপ-ধূম উঠে,

আচ্ছাদি তাদের দেহ, জনমায় ভ্রম
আছে কি কপোত সত্য, অথবা এ ধূম ;
আচার-নিরত অন্তঃপুর-বৃদ্ধ জন
উজ্জ্বল মঙ্গলদীপ দেয় সেই স্থানে
পুষ্পাদি পুজোপহার আছয়ে যেখানে।
(সম্মুখ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)
ভাল হলো দেখা হবে মহারাজ-সনে,
এখানেই এই দিকে আসিছেন তিনি।
পরিজন-বনিতারা, হাতেতে দেউটী
বেষ্টিত করেছে তাঁরে ; তাঁহার চৌদিকে—
কুসুমিত কর্ণিকার-ফুল তরু যেন
ঘেরিয়ে রয়েছে কোন গিরিরে চৌপাশে—
গিরি কিন্তু গতিমান্‌, পক্ষচ্ছেদ যার
হয় নি দেবেন্দ্র হতে, সেই গিরিসম
বিরাজেন মহারাজ তাহাদের মাঝে।
এখন দাঁড়ায়ে থাকি এমন স্থানেতে
যেখানে রাজার দৃষ্টি পড়িবে সহসা॥

[যথানির্দ্দিষ্ট রাজা এবং বিদূষকের প্রবেশ।]

রাজা। কোন রূপে কষ্ট করে কাজ কর্ম্ম ভেবে
কাটালাম দিন, কিন্তু কি করে এখন
নিরামোদে-দীর্ঘ রাত্রি কাটাই কেমনে ?

কঞ্চু। জয় জয় মহারাজ! পাঠালেন দেবী—
নিবেদন তাঁর, দেব! মণিহর্ম্ম্যছাদে
সুধাকর চন্দ্র অতি হয় সুদর্শন—
চন্দ্র রোহিণীর যোগ না হয় যাবৎ
থাকিবেন মহারাজ, তথায় তাবৎ।

রাজা। যথা তাঁর অভিরুচি, জানাও দেবীরে—

(কঞ্চুকীর প্রস্থান।)

রাজা। বয়স্য! দেবীর এই উদ্যোগ কি সত্যই ব্রতের জন্য বোধ হয়?

বিদূ। মহাশয়! আমার বোধ হয় যে, এখন তাঁর অনুতাপ হয়েছে, তাই এই ব্রতের ছল করে, আপনি যে পায়ে ধরে বলেছিলেন, তাতেও কথাটা রাখেন্ নি, এখন সেই দোষটা ঢেকে নেবেন।

রাজা। ঠিক বলেচো, বুদ্ধিমতী কামিনীরা এইরূপ প্রণিপাত লঙ্ঘন করে, পরে অনুতপ্ত হয়ে প্রিয়তমকে বিবিধ অনুনয় দ্বারা শান্ত করবার জন্য ক্লেশ পায়, তা চল মণিহর্ম্ম্য-ছাদেই যাওয়া যাক্।

বিদূ। এই দিক্ দিয়ে আসুন্, এই গঙ্গাসলিলের দ্বারা শীতল স্ফটিক-মণিময় সোপান দিয়ে মণিহর্ম্ম্য—ছাদে আরোহণ করুন। এই মণিহর্ম্ম্যতল সর্ব্বদাই রমণীয়।

(সকলের আরোহণ।)

বিদূ। (নিরীক্ষণ করিয়া) এই যে, চন্দ্র এলেন বলে, অন্ধকার সরে গিয়ে পূর্ব্বদিক্ ক্রমে লাল হচ্চে দেখ্‌চি।

রাজা। যা মনে করেচো তা ঠিক বটে।

প্রস্ফুট-উদয় এবে হয় নি শশাঙ্ক,
আছে গূঢ়ভাবে, তবু, তাঁহার কিরণে
পূর্ব্বদিক্ হতে দূরে সরে অন্ধকার,
(সুমুখীর মুখসম অলক তুলিলে)
পূর্ব্বদিশা-মুখ মোর হরয়ে লোচন।

বিদূ। হী, হী, ওহে ওহে, খাঁড়ের লাড়ুটীর মত ওষধির রাজা উঠেচেন।

রাজা। (হাস্য করিয়া) পেট্‌কোদের সকল বস্তুই খাবার দ্রব্যের মতন। (অঞ্জলিবদ্ধ করে নমস্কার পূর্ব্বক।)

নক্ষত্র-রাজনে নমঃ নিহন্তা নিশির তমঃ
নমঃ হর-চূড়ায় নিহিত।
সাধু কর্ম্মে সাধুজনে, রুচি দেও নিজগুণে,
পিতৃ আর সুরগণে, তৃপ্ত কর সুধাদানে,
হর-চূড়ায় আপনি নিহিত, নমঃ হর-চূড়ায় নিহিত।

বিদূ। মহাশয়! আমি ব্রাহ্মণ, আপনার পিতামহ আমার মুখ দে আপনাকে বস্‌তে আজ্ঞা করলেন, আপনি বসুন, যে তা হলে আমিও বস্‌তে পাই।

রাজা। (বিদূষকের বচনানুসারে উপবেশন পূর্ব্বক পরিজনগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) চন্দ্র এখন ভাল করে উঠেচেন, এমন উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় আর দীপের আলোতে আলো হচ্চে না, আবশ্যকও করে না, তা তোমরা এখন বিশ্রাম করগে।

পরিজন। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(প্রস্থান।)

রাজা। (চন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) আর একটু পরেই দেবীর এখানে আগমন হবে, তা আমার অবস্থা এই বেলা নির্জ্জনে তোমাকে খুলে বলি।

বিদূ। মহাশয়! যদিও উর্ব্বশী এখানে এখন নেই, কিন্তু তাঁর যেমন অনুরাগ দেখেছিলেম, তা দেখে আপনি আপনার আত্মাকে আশা দিয়ে রাখ্‌তে পারেন।

রাজা। মনের সন্তাপ আরো বেড়েছে আমার।
শিলা প্রতিরোধে যথা নদীর প্রবাহ
মন্দগতি হয়ে পুনঃ উঠে উথলিয়া।
তাহার মিলন-সুখে পেয়ে প্রতিরোধ,
সেরূপ আমারো সখা! মনসিজ এবে
বলবান হয়ে পুনঃ ধায় তারি তরে।

বিদূ। আপনি কাহিল হয়েচেন তাতে আপনাকে, আরো ভাল দেখ্‌তে হয়েচে; এখন অপ্সরার সহিত আপনার মিলন হলো বলে।

রাজা। (নিমিত্ত সূচনা প্রকাশ করিয়া) বয়স্য! তোমার এই আশা-জনন বাক্য যেমন আমার এই গুরু ব্যথাকে আশ্বাস দিচ্চে, আমার এই স্পন্দিত দক্ষিণ বাহুও আমাকে তেম্‌নি আশ্বাস দিচ্চে।

বিদূ। মহাশয়! ব্রাহ্মণ-বচন কি ব্যর্থ হয়?

[রাজার প্রত্যাশা পূর্ব্বক অবস্থান।—আকাশযানে
অভিসারিকা বেশে উর্ব্বশী এবং
চিত্রলেখার প্রবেশ।]

উর্ব্ব। (আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) সখি! আমার এই মুক্তোর অলঙ্কারে ভূষিত আর এই নীলমণিতে জড়িত অভি-সারিকা-বেশটী ভাই আমার মনে বড় ভাল লাগ্‌চে।

চিত্র। বেশ হয়েচে, এতে আর কি বলবো, এখন আমি ভাব্‌চি কি যে, আহা! আমিই যেন যদি পুরূরবা হতেম!

উর্ব্ব। সখি! আর আমি থাক্‌তে পারি না, তা হয় তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো, না হয় আমাকে তার কাছে নিয়ে যাও।

চিত্র। এই যে তোমার ভালবাসার ভবন দেখা যাচ্চে ভাই! ঐ যে যেমন কৈলাস-শিখর যমুনার জলে প্রতিবিম্বিত হয়েচে।

উর্ব্ব। তবে ভাই! একবার প্রভাব-বলে দেখতো, আমার সেই মনচোর কোথায় আছে, আর কি কর্‌চে?

চিত্র। (আত্মগত) যা হোক্, এঁর সঙ্গে একটু আমোদ করা যাক্, (প্রকাশে) সখি! দেখ্‌লুম! কর্ম্ম কাজের পর বিশ্রাম আর বিলাসের অবকাশ পেয়ে প্রিয়-সমাগম-সুখ অনুভব কর-ছেন।

উর্ব্ব। যাও সখি! আমার হৃদয় এ কথা কখনই প্রত্যয় কর্‌চে না, সখি! তুমি কি মনে মনে করে বক্‌চো? এ দিকে আমার প্রিয়সমাগমের আগেই সে আমার মন চুরি করেচে।

চিত্র। (দেখিয়া) এই যে সেই রাজর্ষি মণিহর্ম্ম্য-প্রাসাদে কেবল আপনার বন্ধুকে নিয়ে বসে আছেন, তা চল আমরা যাই।

(উভয়ের অবতরণ।)

রাজা। বয়স্য! রাত্রিও যত বাড়্‌তে থাকে, মদন-বাধাও তেমনি বাড়্‌তে থাকে।

উর্ব্ব। এঁর এই অপরিস্ফুট-বচনে আমার হৃদয় কাঁপ্‌চে, তা যতক্ষণ না সংশয়চ্ছেদ হয়, ততক্ষণ অন্তর্হিত হয়ে এঁদের আলাপ শুন্‌বো।

চিত্র। তোমার যা অভিরুচি।

বিদূ। এই অমৃতগর্ভ চন্দ্রকিরণ, এতে কি আপনি কিছু আরাম পাচ্চেন না?

রাজা। এ সকলে উপশম হয় কি কখন॥
কুসুম-শয়ন কিবা চন্দ্রের কিরণ,
সুগন্ধ চন্দন লেপ, সর্ব্বাঙ্গে এখন।
স্নিগ্ধ মণিময় হার করিলে ভূষণ,
নারে নিবারিতে তারা কামের তাপন
সেই দিব্যাঙ্গনা এলে হয় নিবারণ,
কিম্বা তারি কথা বার্ত্তা তারি আলোচন।
হলে মদনের তাপ ধরে লঘুভাব।
নতুবা কিছুতে শান্ত না হবে এ ভাব॥

উর্ব্ব। রে হৃদয়! কেমন! আমাকে ছেড়ে এখন্ ওর্ কাছে থাক্‌বার ফল ভোগ কর্‌ছো তো?

বিদূ। আমিও এখন ক্ষীর চিনি, আঁব কাঁঠাল পাচ্চিনে, তা তারই কথা ভেবে সুখ অনুভব করি।

রাজা। সখা! তুমি তো তা শীঘ্রই পেতে পার।

বিদূ। তবে আপনিও তাকে শীঘ্র পাবেন।

রাজা। আমি মনে করি কি?—

চিত্র। তোমার আর সন্তুষ্টি হয় না, শুন এখন।

বিদূ। কি মনে করেন্?

রাজা। মনে করি কি যে, রথের কাঁপনিতে আমার যে অঙ্গে সেই অঙ্গ স্পর্শ হয়েছিল, শরীরের মধ্যে সেই অঙ্গই কৃতী, আর সব পৃথিবীর ভারমাত্র।

উর্ব্ব। আর বিলম্ব করে কি হবে? (সহসা উপস্থিত হয়ে) সখি চিত্রলেখা! মহারাজের সম্মুখে দাঁড়ালেম্, তবুও তিনি কৈ কিছুই বল্লেন না।

চিত্র। সখি! তোমার ভাই যে তাড়াতাড়ি, তিরস্করিণী যে এখনো ফেলোনি।

নেপথ্যে। দেবি! এই দিকে এই দিকে। (সকলের সেই দিকে কর্ণপাত)

(উর্ব্বশী ও চিত্রলেখার বিষণ্ণভাবে অবস্থিতি।)

বিদূ। (সবিস্ময়ে) মহাশয়! দেবী উপস্থিতা, চুপ্ চুপ্।

রাজা। তুমি ত ভালমানুষটীর মতন হয়ে বসো।

উর্ব্ব। সখি! এখন কি করা যায়?

চিত্র। ভাব্না নেই, তুমি তো এখনো অন্তর্হিতই আছো,

আর রাজমহিষীও বোধ হচ্চে যেন কোন নিয়ম ধারণ করে আছেন, অধিক ক্ষণ থাক্‌বেন না।

[উপহারহস্ত পরিজনদিগের সহিত
দেবীর প্রবেশ।]

দেবী। (চন্দ্র দেখিয়া) সখি ! এই রোহিণীর যোগে ভগবান্ মৃগলাঞ্ছন চন্দ্রের অধিক শোভা হয়েচে।

চেটী। ভর্ত্তৃনীর সহিত মিলন হলে ভর্ত্তারও বিশেষ রমণীয়তা হবে।

বিদূ। এখন বুঝেছি, তিনি স্বস্তিবাচন দিতে আস্‌ছেন, অথবা আপনার উপর রাগ ত্যাগ করে চন্দ্র-ব্রত ছলে এখানে আস্‌চেন। বল্‌তে কি মহাশয়! দেবী আজ্ আমার চকে তো অতি শুভদর্শনা বোধ হচ্চেন।

রাজা। স্বস্তিবাচনিকই হউক আর যাই হউক, কিন্তু তুমি শেষে যা বল্লে তা ঠিক্।

সিতাংশুক পরিধানা অলঙ্কার-হীন।
মাঙ্গলিক পুষ্পমাত্র ভূষণ এখন ;
বিচিত্র'এ দূর্ব্বাঙ্কুরে চিহ্নিত কপাল,
ব্রত তরে ত্যজি গর্ব্ব-বৃত্তি তাঁর এবে
সুপ্রসন্ন বপু তাঁর হয়েছে দেখিতে ॥

দেবী। (সমীপবর্ত্তিনী হইয়া) আর্য্যপুত্রের জয় হউক।

পরিজন। জয় জয় মহারাজ !

বিদূ। (রাণীর প্রতি) আপনার মঙ্গল হউক।

রাজা। (রাণীর প্রতি) দেবীর শুভাগমন ত?

উর্ব্ব। এঁকে যে দেবীশব্দে ডাকা হয়, তা ঠিক বটে, এঁর রাশভারি শচীদেবীর চেয়ে কিছু কম নয়।

চিত্র। এ ভাই তোমার কোন মুখে বল্‌চো।

দেবী। আর্য্যপুত্র! আপনাকে সম্মুখে রেখে আমি কোন ব্রত সম্পাদন কর্‌বো, তা ক্ষণকাল আমার এই উপরোধ সহ্য করুন।

রাজা। মানবক! এতো অনুগ্রহ, একি উপরোধ?

বিদূ। স্বস্তিবাচনিক ক্রিয়ার সময় যেন এমন উপরোধ অনেক-বার হয়।

রাজা। দেবীর এ ব্রতের নাম কি?

(দেবীর নিপুণিকার প্রতি অবলোকন।)

চেটী। এ ব্রতের নাম 'ভর্ত্তৃপ্রিয়-প্রসাদন।'

রাজা। কল্যাণি! কেন বা তুমি এই ব্রত ধরি,
মৃণাল কোমলদল শরীরে তোমার
ক্লেশ দেও অহর্নিশি, প্রসাদ তোমার
পাইতে উৎসুক যেই দাসজন তব,
তাহারে প্রসন্ন করা এই কোন কায।

উর্ব্ব। ইঃ এঁর যে ভারি আদর দেখ্‌তে পাই।

চিত্র। সব ভুল্‌লে না কি? আর এক কামিনীকে ভাল বাস্‌লে নাগরেরা মুখে অত্যন্ত দাক্ষিণ্য প্রকাশ করে।

দেবী। আর্য্যপুত্র দ্বারা আমি যে এমন বাধিত হলেম, এও ব্রতের প্রভাব।

বিদূ। (রাজার প্রতি) বন্ধুজনের বাক্য প্রত্যাখ্যান করতে নেই।

দেবী। (চেটীদিগের প্রতি) উপহার নিয়ে এসো, এই হর্ম্ম্য-গত চন্দ্র-কিরণকে অর্চ্চনা করি।

পরিজনগণ। যে আজ্ঞা।

দেবী। (কুসুমাদি দ্বারা চন্দ্রকিরণকে অর্চ্চনা করিয়া) সখি! তোমরা এই সকল উপহার আর মেঠাই দিয়ে আর্য্য মানবক আর কঞ্চুকীকে পূজা কর।

পরিজন। যে আজ্ঞা। আর্য্য মানবক, এই সকল স্বস্তি বাচনিক গ্রহণ করুন।

বিদূ। (মোদক শরাব গ্রহণ করিয়া) আঃ আপনার মঙ্গল হোক্, এই ব্রতের বহু ফল হউক্।

চেটী। আর্য্য কঞ্চুকি, আপনি এই নিন্।

কঞ্চুকী। (গ্রহণ করিয়া) আপনাদের মঙ্গল হোক।

দেবী। আর্য্যপুত্র! আপনার জন্য—

রাজা। আমি তো আছিই।

দেবী। (রাজাকে পূজা এবং প্রণাম করিয়া) এই দেবতামিথুন মৃগলাঞ্ছন-চন্দ্র এবং রোহিণীকে সাক্ষী করে আমি আর্য্যপুত্রকে পূজা দ্বারা প্রসন্ন করি, আর আজ্ অবধি আর্য্যপুত্র যে স্ত্রীর প্রতি কামনা করেন, আর যে স্ত্রীই বা এঁর মিলনে প্রণয়িনী হবে, তার সহিত প্রতিবন্ধ রহিত হয়ে ইনি সহবাস করুন।

উর্ব্ব। আশ্চর্য্য! এর পর ইনি আর কি বল্‌বেন, কিন্তু আমার হৃদয় তো বিশ্বাসের দ্বারা নির্ম্মল হলো।

চিত্র। মহানুভাবা পতিব্রতা দ্বারা তোমাদের মিলন অনুজ্ঞাত হলো, তা এখন তোমাদের উভয়ের মিলন শীঘ্রই হবে।

বিদূ। (আত্মগত) ব্যাধের হাত থেকে শীকার পলালে ব্যাধ, বলে, ছেড়ে দিলুম, যা, আমার ধর্ম্ম হবে। (প্রকাশে) তবে কি আর এঁকে ভাল বাসেন না?

দেবী। মুর্খ! আমি আপনার সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে আর্য্য-পুত্রের সুখ ইচ্ছা করি, এতেই বুঝো না কেন, যে ইনি আমার ভাল-বাসা কি না?

রাজা। হে অসহনে! আমাকে তুমি অন্যকেও দিতে পারো আর তুমি নিজে আপনারও দাস রাখ্‌তে পারো; কিন্তু হে ভীরু! তুমি আমাকে যা মনে কর্‌ছো, তা আমি নই।

দেবী। যা হোক্, যেমন রীত আছে, তেমনি করে তো প্রিয়-প্রসাদনব্রত সম্পন্ন কর্‌লেম, তা এখন আমি যাই।

রাজা। এই কি প্রসাদন, এর মধ্যে ছেড়ে যাওয়া?

দেবী। আর্য্যপুত্র নিয়মরক্ষা না কর্‌লে পুণ্য লজ্জিত হয়।

(রাণী এবং পরিজনগণের প্রস্থান।)

উর্ব্ব। সখি! রাজর্ষি এখনও কলত্রপ্রিয় বোধ হচ্চে, কিন্তু আমিও তো আমার হৃদয় নিবৃত্ত কর্‌তে পার্‌ছি না।

চিত্র। নিরাশা হয়েছে, আবার নিবৃত্ত করে কি হবে।

রাজা। দেবী অনেক দূর গিয়েছেন তো?

বিদূ। যা বল্‌বার থাকে তা এখন বলুন্, কিছু ভয় নাই, বৈদ্যেরা রোগীকে অসাধ্য বলে যেমন ত্যাগ করে, তেমনি তিনিও আপনাকে ত্যাগ করেছেন।

রাজা। কে উর্ব্বশী?

উর্ব্ব। (স্বগত) আজ আমি কৃতার্থ হলেম।

রাজা। গূঢ় কান্ত নূপুরের ধ্বনি বা এখন
মম শ্রুতিমূলে যদি ফেলে সেই জন।
কিম্বা পিছু দিকে এসে করপদ্ম দিয়ে
আস্তে আস্তে চেপে ধরে লোচন আমার।
কিম্বা উতরিলে তিনি এই হর্ম্ম্যতলে,
কাম-লজ্জা-ভীরু যদি না চান আসিতে;
চতুরা সঙ্গিনী তাঁর বলেতে ধরিয়া
পায়ে পায়ে মম কাছে আনুক তাহাঁরে।

চিত্র। এখন এঁর মনোরথ সম্পাদন কর।

উর্ব্ব। আচ্ছা একটু কৌতুক করা যাক,

(পশ্চাৎ হইতে হস্তদ্বারা রাজার নয়নরোধ এবং চিত্রলেখা ইঙ্গিত দ্বারা বিদূষককে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন।)

রাজা। এ সেই নারায়ণোরুজাত রম্ভোরু নয়?

বিদূ। আপনি জান্‌লেন কি করে?

রাজা। আর কিবা হতে পারে জেনেছি নিশ্চয়।
করস্পর্শমাত্র, আর, কেনই বল না

শরীর রোমাঞ্চ মোর হয়ে পুলকিত।
শশিকর বিনা কি হে তপন কিরণে
ফুটে কি কুমুদ কভু ? বুঝেছি নিশ্চয়।

উর্ব্ব। বজ্রলেপদ্বারা যেন আমার হাত লেগে গিয়েছে, ছাড়াতে পাচ্চি না, (ক্ষণেক পরে সম্মুখে এসে) মহারাজের জয় হউক্।

চিত্র। ভাই সুখে আছ তো ?

রাজা। সুখ এই এখন এলো।

উর্ব্ব। সখি! মহারাজকে দেবী আমায় দিয়ে গিয়েছেন, তাই প্রণয়বতী হয়ে এঁর শরীরের নিকট এসেছি, তা না হলে কি আগে ভাগে এঁর সম্মুখে আস্‌তে পারি ?

বিদূ। কি! আপ্‌নাদের এখানে আস্‌বার পর সূর্য্যদেব অস্ত গিয়াছেন না কি ?

রাজা। ভাল তাই যেন হলো, দেবী আমাকে দিয়ে গেছেন বলে যদি আমার শরীরের নিকট এলে, কিন্তু প্রথমে আমার মন চুরি কর্‌তে তোমাকে কে অনুমতি দিয়েছিলো ?

চিত্র। ইনি তো এখন নিরুত্তর, তা ভাই আমার একটি কথা শুন্‌তে হবে যে।

রাজা। অবশ্য শুন্‌বো!

চিত্র। বসন্ত কাল অতীত হলে গ্রীষ্ম কালে আমার সূর্য্য দেবের উপাসনা কত্তে যেতে হবে, তা যাতে আমার এই প্রিয়সখী স্বর্গসুখ জন্য উৎকণ্ঠিতা না হন্, তা করবেন্।

বিদূ। স্বর্গে আবার সুখটা কি? যে তার জন্য আবার ভাব্-

বেন? শুনেছি, সেখানে খাওয়াও নেই পান করাও নেই, কেবল মাছেদের মত অনিমেষ হয়ে চেয়ে থাক্‌তে হয়।

রাজা। ভুলাতে কে পারে বলো, স্বর্গের সে সুখে
—অনির্দ্দেশ্য সুখ,-তাহা, ভোলাব কি করে!
অনন্যরমণী হয়ে, পুরূরবা এঁর
দাস যে এখন, তাহা জানিহ নিশ্চয়।

চিত্র। এতে আমি আর সখী উর্ব্বশী দুজনেই অনুগৃহীত হলেম, তা সখী, আমাকে অকাতর মনে বিদায় দেও।

উর্ব্ব। (চিত্রলেখাকে অলিঙ্গন করিয়া) সখি! ভাই আমাকে ভুলো না।

চিত্র। এখন বয়স্যের সঙ্গে মিলন হয়েছে বরং আমিই ও কথা বল্‌তে পারি। (রাজাকে প্রণাম করিয়া নিষ্ক্রান্তা।)

বিদূ। ভাগ্যবলে মনোরথ প্রাপ্ত হয়ে আনন্দিত হউন।

রাজা। ধরাতলে একচ্ছত্র প্রভুত্ব পাইয়া;
রাজগণ মুকুটস্থ মণিতে রঞ্জিত
পাদপীঠ পেয়ে, তথা হইনি কৃতার্থ;
রমণীয় ও পদের দাসত্ব পাইয়া
যেরূপ কৃতার্থ, আজ, হয়েছি হে সখা!

উর্ব্ব। এর পর আর আমি কি বলবো?

রাজা। বাঞ্ছিত ফলের লাভ হয়েছে যখন
সকলি আমার দিকে হয়েছে তখন
সুখ দেয় অঙ্গে মোর চন্দ্রমা-কিরণ

মদনের বাণ অনুকূল হে এখন
সুন্দরি! তোমার সনে মিলনের আগে
রুক্ষভাবে ছিল যারা, তোমার মিলনে—
অনুকূল এবে মোর হয়েছে সকল।

উর্ব্ব। মহারাজের চিরদাসীর বিস্তর অপরাধ হয়েছে।

রাজা। সুন্দরি? এমনো কথা হয় কি কখন।
উপস্থিত দুঃখ যাহা তাহাই আবার
সুখ বলি বোধ হয় বৎসরেক পরে।
গ্রীষ্ম তপ্ত ব্যক্তিরই শান্তিলাভ তরে
স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়া হয় বিশেষ প্রকারে॥

বিদূ। প্রদোষকালের রমণীয় চন্দ্র-কিরণ তো বেশ সেবা করা হলো, এখন গৃহ প্রবেশের সময় হয়েচে তো?

রাজা। তবে তোমার সখীকে পথ দেখিয়ে দেও।

বিদূ। এই যে এই দিক্ দিয়ে আসুন।

রাজা। সুন্দরি! এখন আমার এই প্রার্থনা।

উর্ব্ব। কি প্রার্থনা।

রাজা। মনোরথ পূর্ণ যবে হয়নি আমার,
শতগুণ বেড়েছিল রজনীপ্রহর,
ওহে সুভ্রু! তব এই সমাগমকালে
যদি শতগুণ বাড়ে রজনী এখন,
কৃতার্থ তবেই আমি হবো হে তখন,

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

—*—
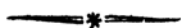
গান।

বিরহে কাতরা প্রিয়সখীর কারণ।
সখী দোঁহে মিলি আহা করয়ে রোদন ॥
প্রফুল্লিত কমলিনী, করস্পর্শে দিনমণি,
সরসীতে বিলাসিনী,
বিমনা সখীরা দোঁহে করয়ে রোদন।
সখী দোঁহে মিলি আহা করয়ে রোদন ॥

সহজন্যা এবং চিত্রলেখার
প্রবেশ।

(চিত্রলেখা। দিক্ সকল নিরীক্ষণ করিয়া।)
হের সখি! হংসী দোঁহে
স্নিগ্ধ সরোবরে দোঁহে নিজ সখীর বিরহে
চক্ষে বারি ধারা বহে
তাপিত প্রাণেরে শান্ত করয়ে এখন।

সহ। সখি! ম্লান কমলিনীর ন্যায় তোমার মুখচ্ছায়া তোমার

হৃদয়ের দুঃখ যেন দেখিয়ে দিচ্ছে, তা বলনা কি হয়েছে? তা হলে আমিও তোমার দুঃখের ভাগী হবো এখন।

চিত্র। সখী অপ্সরাদিগের পর্য্যায় ক্রমে সূর্য্যোপাসনার সময়ে উর্ব্বশী কাছে নেই, কিন্তু বসন্ত এলো,' এই ভেবে আমি ভারি দুঃখিত হয়েছিলেম—

সহ। সখি! তোমাদের দুজনের পরস্পরের যেমন ভাল-বাসা, তাতো আমি জানি। তার পর?

চিত্র। তা এখন সখী কি ভাবে আছেন, এই মনে করে ধ্যান করে দেখি, যে তাঁর ভারি বিপদই ঘটেছে।

সহ। কি হয়েছে?

চিত্র। এখন মন্ত্রীর উপর রাজ্যভার আহিত হয়েছে, আর রাজর্ষিকে নিয়ে উর্ব্বশী কৈলাস শিখরের গন্ধমাদন-বনে তাঁর সঙ্গে বিহার কর্‌তে গিয়েছিলেন।

সহ। তা সখি! যেমন আমোদ প্রমোদ, তার স্থানও তো তেমনিই হয়েছিল। তার পর কি হলো?

চিত্র। তার পর মন্দাকিনীতীরে উদকবতী নামে বিদ্যাধর-কন্যা বালির পর্ব্বতে খেলা করছিলো, তা রাজর্ষি তাকে একবার তাকিয়ে দেখেছিলেন, এই প্রিয়সখী রাগ করে—

সহ। আহা! একে উর্ব্বশী একটু সহ্য কর্‌তে পারে না, তায় আবার রাজর্ষিকে বড় ভাল বেসেছে. তা যা হবার হয়,তা কে খণ্ডন কর্‌তে পারে বল। তার পর?

চিত্র। তার পর স্বামীর অনুনয় না শুনে গুরু-অভিশাপে

দেবতাদের নিয়ম ভুলে কামিনী-জন-পরিহরণীয় কুমার বনে প্রবেশ কর্‌বামাত্রেই সেই কাননপ্রান্তে একটি লতাভাবে পরিণত হয়ে পড়েছেন।

সহ। হায়! তেমন রূপের কি এখন এই দশা হলো, তা বিধাতার নিয়ম কে খণ্ডন কর্‌তে পারে বল্‌।

চিত্র। তার পর রাজর্ষি ত সেই কাননে পাগল হয়ে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্চেন, আর এখানে সেখানে "হা! উর্ব্বশী হা! উর্ব্বশী" করে দিন-রাত কাটাচ্চেন, তা এই যে মেঘ উঠ্‌ছে, এতে মুনি ঋষিদেরও মনে উৎকণ্ঠা জন্মে দেয়, তা এঁর পক্ষে তো এ ভারি ক্লেশদায়ক হবে বোধ হচ্ছে।

নেপথ্যে—গান।

শোকান্বিতা হংসী দোঁহে সহচরী-তরে।
উষ্ণ চক্ষু-বারি ফেলে স্নিগ্ধ সরোবরে॥

সহ। সখি! এঁদের মিলনের কিছু উপায় আছে কি?

চিত্র। গৌরীর চরণ-রাগ-জনিত সঙ্গমমণি ভিন্ন আর তো কোন উপায় দেখ্‌তে পাইনে।

সহ। অমন রূপবান্‌ রূপবতীদের চিরকাল দুঃখ থাকে না, অবশ্যই অনুগ্রহের কারণ কোন মিলনের উপায় হয়ে উঠ্‌বে।

(পূর্ব্ব দিক্ অবলোকন করিয়া) তা এসো এখন আমরা উদয়াধিপ ভগবান্ সূর্য্যের নিকট গমন করি।

নেপথ্যে—গান।

মনোহর সুরোবরে ফুটেছে কমল।
বিহার করিছে হংসী হইয়া বিকল।
ভাবনাতে ক্ষুণ্ণ-হিয়া, সহচরী না হেরিয়া,
তাহার দর্শন তরে হইয়া চঞ্চল॥

(সখীদ্বয় নিষ্ক্রান্ত।)

প্রবেশক।

পুনর্ব্বার নেপথ্যে—গান।

কুসুমলতাতে হয়ে শরীর ভূষিত।
প্রবেশে গহনে হায়! গজেন্দ্র ত্বরিত।
প্রিয়ার বিরহে অতি, হইয়া উন্মত্ত-মতি,
ভ্রমিছে হৃদয়ে ভাবি সে প্রেম ললিত॥

[উন্মত্ত-ভাবে আকাশের প্রতি লক্ষ্য করত পুরূরবার প্রবেশ।]

রাজা। অরে দুরাত্মা রাক্ষস! থাক্ থাক্, আমার প্রিয়তমাকে

কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস্? কি! আবার শৈল শিখর হতে আকাশে উঠে আমার উপর বাণ নিক্ষেপ কর্‌ছে!

(লোষ্ট্রগ্রহণ করিয়া হনন করিতে ধাবমান।)

নেপথ্যে—গান।

ধূতপক্ষ হংসযুবা হইয়া চঞ্চল।
প্রিয়াদুঃখ হৃদে ধরি, চক্ষে বহে শোকবারি,
সরোবরে বিচরিছে হইয়া বিকল॥

রাজা। (চিন্তা করিয়া সকরুণ-ভাবে)—
এ নবজলধর, দৃপ্ত নিশাচর নয়।
দূরাকৃষ্ট ইন্দ্রধনুঃ, নহে শরাসন।
বাণ নহে বারিধারা হয় বরিষণ॥
মেঘের ভিতরে আভা, নিকষে কনক-প্রভা,
দিতেছে যে সে কি মোর প্রিয়তমা নন্?
হায় হায় প্রিয়া নহে, মরি যাহার বিরহে,
এ আভা যে ক্ষণপ্রভা জানে লোকগণ॥
(মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি।)

(পুনরায় উত্থান করতঃ সনিশ্বাসে।)
ভেবেছিনু কোন রক্ষ হরেছে প্রিয়ারে।
হরিণলোচনা সেই প্রিয়ারে আমার।

শ্যামল এ জলধর লয়ে বিদ্যুতেরে,
খেলিছে, বর্ষিছে স্নিগ্ধ অবিরল ধারে।

(সকরুণভাবে চিন্তা করিয়া)—

কোথায় গিয়াছে, সেই প্রিয়তমা মোর।
আপন প্রভাবে বা সে আছে অগোচর॥
দীর্ঘকাল রাগ তার কভু না থাকিবে,
গিয়াছে বা স্বর্গে পুনঃ; স্বর্গেতেও যদি
গিয়া থাকে, তবু স্মরি প্রণয় আমার
আর্দ্র হবে তার মন, ভাল বাসে মোরে।

(সক্রোধে)—

অগোচর নয়নের এখনো আমার
কেমনে রয়েছে বল? সুরারি সকলে
আমার সমুখ হতে পারে না হরিতে
প্রিয়ারে আমার কভু, অন্য কেবা ছার।

(সকরুণে)—

হতভাগা-জনেদের দুঃখ পদে পদে;
প্রিয়ার বিরহ একে না পারি সহিতে।
এ সময় আরো দেখ নব-বারিধর
মনোহর ছত্রভাবে ঢেকেছে রবিরে।

গান।

ছাইয়া দিঙ্মুখ সব অবিরল ধারে।

বর্ষিছ হে জলধর, আমার এ আজ্ঞা ধর,
কোপ সংহর সংহর।
খুঁজিয়া সকল দেশ, পাই যদি প্রিয়া শেষ,
সহিব সকল ক্লেশ কহিনু তোমারে॥

(পুনরায় চিন্তা করিয়া)—

উপেক্ষা করিয়া, বৃথা সহি এ সন্তাপ,
মুনিগণ মুখে শুনি ঋতুর কারণ
হয় পৃথী-রাজগণ, বর্ষাঋতু এবে
না সহিয়া এই ক্লেশ নিবারিব তারে!—

গান।

ললিত বিবিধ রূপে কল্পতরুগণে।—
কাঁপায়ে পল্লব নাচে বেগ-সমীরণে॥
গন্ধেতে উন্মত্ত তায়, মধুকর গান গায়,
তুরী বাজিতেছে তাহে কোকিল-নিঃস্বনে॥—

(স্তুতা করিয়া)—

বর্ষাকাল প্রত্যাদেশ না করিব এবে।
কেন না এ বর্ষাচিহ্ন নানা উপচারে
পূজা করে আমাকেই মহারাজ বলি।

(হাস্য করিয়া)—

চাঁদোয়া আমার এবে হয় মেঘগণ।
বিদ্যুল্লেখা তাহে শোভা কনক-বরণ॥
নিচুল-বৃক্ষেরা যেন ধরিয়ে মঞ্জরি।
হেলায়ে করিছে এবে চামর আমারি॥
ময়ূর ময়ূরী দেখি বর্ষার আগম।
বন্দিরূপে পটু গায় আমারই নাম॥
বণিক সমান এই পর্ব্বতেরা মোরে।
উপহার দান করে প্রবাহের ধারে॥
পরিচ্ছদ নিয়ে আর কি হবে গৌরব।
হারান প্রিয়ারে খুঁজে দেখি বন সব॥

নেপথ্যে—গান।

দয়িতা না দেখে আরো হইয়া দুঃখিত।
মন্দগতি গজপতি, বিরহে পীড়িত॥
ফিরিয়া বেড়ান তথা, কুসুম ফুটিয়া যথা,
করেছে উজ্জ্বল সেই পর্ব্বতকানন।
প্রিয়ার বিরহে হায় হয়ে আকুলিত॥

রাজা (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন পূর্ব্বক সহর্ষে)—

যার জন্য ব্যাকুলিত তাহাই সম্মুখে,
জলগর্ভ-কজ্জলী যে, দেখিছি এখানে,

এ নব কন্দলীফুল, কোলেতে তাহার
ঈষৎ লোহিত আভা, কাল মধ্যভাগ,
মনে করে দেয় মোর প্রিয়ার আমার
সেই ললিত-লোচন, যবে কোপান্বিতা,
বাষ্পেতে পূরিত হয় নয়ন তাহার।
যদি এই দিক দিয়ে প্রিয়তমা মোর
থাকেন পালায়ে, তবে কিরূপে সন্ধান
করিব তাহার আমি?—পেয়েছি পেয়েছি!—
বনস্থলী বালুকা তো হয়েছে নরম
পেয়ে বারিধারা, যদি সে সুন্দরী হেথা,
আসিয়া থাকেন, তবে, চারু চরণের
অলক্তক-রাগে ধরা হয়েছে রঞ্জিত,
নিশ্চয় পড়িবে ধরা, পদচিহ্ন তার,
পিছু ভাগে হবে নীচু নিতম্বভরেতে।

(পরিক্রমণ পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া)—

হায় হায়! পাইয়াছি চিহ্ন এক তার
—গমনের পথ তার দিতেছে দেখায়ে,—
ফেলে গেছে রাগ করে নিশ্চয় এখানে,
(বাধা দিয়েছিল বুঝি গমনে তাহার)
শুকোদর-শ্যামপ্রায় স্তনাংশুক তার,
আহা! এতে ওষ্ঠরাগ পড়েছে গলিয়া
তার নিপতিত চক্ষু-জলেতে ভিজিয়া।

(পরিক্রমণ করিয়া নিরীক্ষণ পূর্ব্বক)—

প্রিয়া-চিহ্ন নহে ইহা নবতৃণমাঝে
ইন্দ্র গোপ কীটচয়,—এ গহন বনে
প্রিয়া কেন খুঁজে মরি ?—

(নিরীক্ষণ করিয়া)—

এ কি শৈলতটে ?
মেঘপানে নিরখিয়ে নাচিছে যে শিখী,
সমুখেতে বহে তার প্রবল বাতাস,
কেকা রবে পূরে দেশ বাড়ায়ে সুকণ্ঠ।
জিজ্ঞাসিব তার কাছে ? পেয়েছে বারতা
প্রিয়ার আমার, সে কি প্রিয়ার আমার ?

নেপথ্যে—গান।

হায় হায় অচেতন করিবর এবে।
প্রিয়ার বিরহ খেদ মনে ভেবে ভেবে।
কি করিব কোথা যাব, কোথা গেলে প্রিয়া পাব,
বেড়ায় ভাবিয়া মনে পাব তাকে কবে।

গান।

রাজা। প্রিয়ারে দেখেছো মোর ? ভ্রম বনমাঝ,
দেখে থাক কহ মোরে, ওহে শিখিরাজ !

বিধুসম সুবদনী, মৃদু মরালগমনী,
বনে বনে ভ্রমিতেছে এবে সে রমণী।
বলে দিনু চিহ্ন তার, লুকায়ে কি কায।
দেখে থাক কহ মোরে ওহে শিখিরাজ!

(অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া)—

দেখেছ কি নীলকণ্ঠ! বনিতা আমার,
এই বনে দেখেছ কি? আছি হে ভাবিত
বড় আমি তার তরে, যোগ্য দেখিবার
তিনি, ওহে শিখিরাজ! না দিয়ে উত্তর,
লাগিল নাচিতে, এ কি? বুঝেছি কারণ;
আনন্দে মাতিয়া কেন নাচিছে এখন।
ছড়ান রয়েছে যেই মৃদু পবনেতে
এখন এদের ঘন রুচির কলাপ,
নিঃসপত্ন হইয়াছে প্রিয়া নাই বলে;
সুকেশীর কেশ-পাশ, কুসুমে শোভিত
রতিশ্রমে আলু থালু, থাকিলে এখানে
শিখিপুচ্ছ কারো মন পারে কি হরিতে?
দূর হক্ পরদুখে সুখী সেই জন,
জিজ্ঞাসি না তার কাছে প্রিয়ার বারতা।

(চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া)—

এই যে কোকিলা বসে জাম গাছ পরে
গ্রীষ্মকাল গত তাই মৌনভাব ধরে,

বিহঙ্গম-জাতিমধ্যে পণ্ডিত বলিয়া
জানে লোকে দেখি দেখি এরে জিজ্ঞাসিয়া।

নেপথ্যে—গান।

বিদ্যাধর কাননেতে করি আগমন।
দূরে ফেলি সব সুখ, একাকী মলিন-মুখ,
নেত্রজলে ভাসে বুক, গজেন্দ্র এখন,
ত্যজি মদ, শূন্য-মন করিছে ভ্রমণ।

গান।

রাজা। অরে রে কোকিলা! তুই কান্তাকে আমার
দেখিছিস্ এ নন্দন-বনের মাঝার?
নন্দন বনচারিণী, স্বচ্ছন্দেতে বিহারিণী,
এই বনে দেখেছ কি প্রিয়া সে আমার
দেখে থাক বলে দেও সন্ধান তাহার।

মিষ্টভাষী প্রলাপিনী তুই রে কোকিলা!
মদনের দূতী তুই, ললনার মান
যাতে হয় অপমান, এমন অমোঘ
অস্ত্র, তুই পরভৃতা! মিনতি আমার
প্রিয়ারে আমার হয় এনে দেরে হেথা,

কিম্বা কান্তা কাছে মোরে লও রে এখনি ;
বড় মিষ্টভাষী তুই, ওরে রে কোকিলা !

(আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া)—

"কেন সে তোমারে ছেড়ে, অনুরক্ত তুমি
তার, চলি গেল ?"—তাই জিজ্ঞাস আমারে ?
—রাগ করেছিল সে যে-"কোপের কারণ ?"
আমাহতে ?—কৈ, কিছু দেখিনে এমন।
ললনাসকল দেখ, বিহারকালেতে
প্রভুত্ব যে করে তাহা, জানে সকলেতে,
ব্যত্যয় ভাবের কভু করে যদি মনে
অপেক্ষা না করি করে রাগের ব্যাভার,
করে না কখন তারা বিচার তাহার।
না মানি আমাকে—কথা কই তোর সনে—
অনুরক্ত নিজ কাযে, বলে যে কথাতে
"পরের মহৎ দুঃখ অন্যের নিকটে
অকিঞ্চিৎ সদা হয়, ঠিক তাহা বটে।"
জ্বলে যদি মহাদুঃখে, কোন পর জন
সে জ্বালা শীতল মনে করে অন্য জন।
আপন্ন আমি যে, মম প্রণয় না মেনে,
দেখহ কোকিলা এবে অভিনব পাকা
রাজ-জম্বু-ফলপানে হইল উদ্যত !—
আপনার ভালবাসা জনের অধর

চুম্বয়ে যেমন কোন মদান্ধ কামিনী।
হয়ে প্রেম মদে মত্ত—প্রিয়া-সম ত্যজি
মোরে, গেল এ কোকিলা, রাগ নাহি করি
আমি তার প্রতি, সুখে থাক্ রে কোকিলা!
নিজ কাষে মন দিই, খুঁজি গে প্রিয়ারে।

(পরিক্রমণ পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া)—

বনের দক্ষিণ ধারে নূপুরের ধ্বনি
মত, শুনা যায় এবে, প্রিয়ার আমার
চরণের রব এ কি? দেখি দেখি গিয়ে!

নেপথ্যে—গান।

বিরহে মলিন এবে হয়েছে বদন
অবিরল আঁখিজলে আঁকুল নয়ন
বেড়ায় গজেন্দ্র হায় গহন কানন।
দুঃসহ দুঃখেতে অতি, হইয়াছে মন্দগতি,
শোকেতে অতীব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে মন
বিরহ তাপেতে অঙ্গ হতেছে দাহন,
বেড়ায় গজেন্দ্র হায় গহন কানন।

পুনরায়-নেপথ্যে—গান।

প্রিয়তমা করিণীর হয়ে বিরহিত
তিতি চক্ষুজলে, পুড়ি দুঃখানলে,
করি-রাজ ভ্রমে, সমাকুলিত।

রাজা। (সকরুণভাবে)—

হায় হায় নহে ইহা নূপুরের ধ্বনি ;
মেঘোদয়ে শ্যাম দিক্, দেখে হংসগণ
যাইতে মানস সরে উৎসুক এখন।
না উঠিতে গগণেতে সরোবর হতে
জিজ্ঞাসি এদের আমি প্রিয়ার বারতা।

(নিকটে গমন করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক)—

ওহে ওহে জলচর-বিহঙ্গমরাজ,
মানস সরেতে যেতে ব্যস্ত দেখি তোমা,
পাথেয় মৃণাল তাই লইতেছ বটে ?
ত্যজ তাহা ক্ষণকাল, লয়ে যেও পরে
দয়িতার তরে আমি আছি শোকান্বিত,
উদ্ধার আমাকে এবে, প্রণয়ি জনের
কার্য্য, স্বার্থ হতে গুরু, মানে সাধুলোকে,
যে ভাবে উন্মুখ হয়ে দেখিছে আমারে
যেন বলে, "দেখিয়াছি আমি প্রিয়া তব।"
ওরে হংস কেন আর ভাঁড়াস্ আমায়,
নতভ্রূ আমার সেই প্রিয়া, যদি তোর
নয়নের পথে, কভু হয়নি পথিক
কোন সরসীর তীরে, কেমনে তাহার
মদ-বিলাসিনী-গতি, নিলি চুরি করে
গতি দেখে তোরে চোর ধরেছি নিশ্চয়।

(নিকটে উপস্থিত হইয়া অঞ্জলি বদ্ধ পূর্ব্বক)—

দাও দাও রাজহংস কান্তাকে আমার,
হরেছো তাহার গতি জেনেছি নিশ্চয়,
চুরি ধরা পড়িয়াছে বৃথা কেন আর
চৌর্য্য ধন ফিরে দেওয়া উচিত তোমার।
—ললিত বিলাস গতি শিখিলি কোথায়,
কোথায় শিখিলি হংস শিখিলি কোথায়?
—চোর নাকি রাজা দেখে ভয়েতে পলায়?
অন্য দিকে যাই তবে প্রিয়ার কারণ;
প্রিয়া-সাথী চক্রবাক যাই এর কাছে।

নেপথ্যে—গান।

দয়িতা বিরহে উন্মত্ত-মতিঃ
ভ্রমিছে বিপিনে গজরাজ-পতিঃ
রমণীয় রবে তরু মর্ম্মরিতে
সব পল্লবিতে কুসুমে নমিতে।

রাজা গোরোচনা কুঙ্কমের মত বর্ণধারী,
চক্রবাক্! বলো তুমি এ বনে বিহারী
সেই ধন্য রমণীরে এ বসন্তকালে
দেখেছ কি এই বনে, তুমি এ সময়ে?
জান না, কে আমি, তাই, জিজ্ঞাস কে আমি,
বলি শুন তবে আমি, মম পরিচয়।

সূর্য্যদেব মাতামহ, পিতামহ চন্দ্রমা আমার
পতিত্বে বরেছে মোরে উর্ব্বশী ও পৃথিবী আপনি।
নীরব রহিলি তুই, তিরস্কার-যোগ্য।
আপনার দুঃখ সম দুঃখ জ্ঞান মোর।
সরোবরে যদি কভু পদ্মের পাতাতে
হয়রে আবৃত-তনু তব সহচরী ;
দুরস্থ তাহারে ভেবে, হইয়া উৎসুক
কাঁদ না কি তার তরে, জায়া স্নেহ হেতু
থাকিতে পৃথক ভাবে, ভীরু তুমি সদা ?
আমার বিরহ দশা দেখনা চাহিয়ে,
না দাও আমারে সেই প্রিয়ার বারতা ;
এ কেমন রীতি তব ,ওহে চক্রবাক !
প্রতিকূল ভাগ্য মোর, তাইহে আমার
ঘটিছে এমন দশা, যাই অন্যতরে।

(পরিক্রমণ পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া)—

এই যে কমল হেথা, মধ্যেতে ইহার
গুঞ্জরিছে মধুকর, প্রিয়ার আনন-
সম দেখিছি ইহারে, চাপিলে দশনে
অধর তাহার আমি, মৃদু আধ স্বরে
করেন যখন তিনি, মদন শীৎকার।
এখানে এসেছি আমি, আমা সনে যেন
হয়না হে অপ্রণয়, এই বলে এবে

করিগে প্রণয় আমি, আনন্দিত মনে
কমল-বিলাসী এই ভ্রমরের সনে।

নেপথ্যে—গান।

হংসযুবা ক্রীড়া করে হয়ে কামবশ,
এই সরোবরে হয়ে অনঙ্গের বশ,
হয়ে অনঙ্গের বশ।
একে একে ক্রমে ক্রমে গুরু-প্রেমরস॥
ক্রমে গুরুতর আরো বাড়ে প্রেমরস,
আরো বাড়ে প্রেমরস॥

(উপবেশনপূর্ব্বক অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া।)—
মধুকর! দেখেছো কি মদিরাক্ষী সুতনু আমার?
দেখো নাই বোধ হয়, কেন না যদ্যপি তুমি তার
মুখোচ্ছ্বাস-গন্ধ অতি-সুরভিত লভিতে কখন
তবে কি তোমার রতি হতো এই পদ্মের উপরে?
(পরিক্রমণপূর্ব্বক অবলোকন করিয়া।)—
করিণী-সহিত এই নাগ-অধিরাজ
কদম্বমূলেতে বসি, যাই এর কাছে।
হয়ে সন্তাপিত অতি করিণীবিরহে
গজেন্দ্র, ক্ষরিছে গন্ধ কানন-সমুহে।

সেই গন্ধ পেয়ে, বনে মধুকর তায়
আনন্দে উত্থিত হয়ে, উড়িয়া বেড়ায়।

(চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া।)—

যাবো না এখন আমি নিকটে ইহার।
প্রিয়তমা করিণীর করেতে আনীত
নবপল্লবিত, এই শল্লকী ভাঙ্গিয়া
সুরভিত সুরা-সম রস করে পান
গজেন্দ্র এখন, তাহা করুক সে পান।
হয়েছে আহার এবে, যাই সমীপেতে
প্রিয়ার বারতা আমি জিজ্ঞাসি ইহারে।

(নিকটে গমন।)

গান।

ললিত আঘাতে তুমি ভাঙ্গ তরুবর।
জিজ্ঞাসি তোমায় আমি ওহে গজবর!
দেখেছো কি তুমি সেই হৃদয়মোহিনী?
কান্তি কাছে হারে যার কান্ত শশধর।

গজযূথপতি! ওহে জিজ্ঞাসি তোমায়,
যুবতী স্থিরযৌবনা প্রিয়ারে আমার,
অতীব সরলকেশী, দেখেছো কি তুমি?

দূর হতে লোক যদি দেখয়ে তাহারে,
তবুও সে রূপ তার চক্ষুস্থখদায়ী;
শশিকলা সম তিনি অতি মনোহর।
প্রেমমদে মত্ত যেন, মৃদু আধ স্বরে
সদাই আলাপ তাঁর, সুমিষ্ট-ভাষিণী।
কণ্ঠবিনিঃস্থত এর ধীর মন্দ্ররব
আশ্বাস দিতেছে যেন প্রিয়ার মিলনে
তোমা প্রতি আমি বড় প্রীত গজবর!
কেন না যে এক ধর্ম্ম তোমার আমার॥
পৃথিবীর রাজগণ-অধিপতি আমি লোকে বলে।
নাগগণ-অধিরাজ সেইরূপ তুমি ধরাতলে॥
যথা অর্থ অবিরত আসে মম ধনের আগারে।
অবিচ্ছিন্নরূপে তথা দান মম পৃথিবী ভিতরে॥
বিশাল সেরূপ তব প্রবৃত্তিও দেখিছি এখানে।
মদগন্ধ অবিরত দান কর তুমি এ কাননে॥
স্ত্রীরত্ন সদৃশ সেই উর্ব্বশী আমার প্রিয়তমা।
যূথমাঝে বশগতা এ করিণী তব প্রিয়া-সমা॥
সকলে সমান কিন্তু কভু দুঃখ প্রিয়া-বিরহিত,।
নাহি ব্যথা দেয় যেন কদাচ তোমারে আমা মত॥
(পরিক্রমণপূর্ব্বক অবলোকন করিয়া।)—
সুরভিকন্দর নামে অতি রমণীয়
পর্ব্বত যে দেখিতেছি, অপ্সরগণের

বড় প্রিয় এই স্থান, যদি সে সুতনু
আসিয়া থাকেন এর উপত্যকাদেশে।

(পরিক্রমণপূর্ব্বক অবলোকন করিয়া।)—

অন্ধকারময়,—কেন, বিদ্যুৎপ্রকাশে
দেখিব এ স্থান আমি; দুর্ভাগ্য আমার,
মেঘের উদয় হলো বিনা সৌদামিনী,
তথাপি দেখিব আমি, না দেখে এ গিরি
ফিরিব না কোন মতে, কখন! কখন।

নেপথ্যে—গান।

অবিচল মনে, যেন স্বকর্ম্ম সাধনে,
তৎপর হইয়া অতি গহন কাননে
প্রবেশে বরাহ এবে গহন কাননে,
তীক্ষ্ণক্ষুর-ধারে এবে বিদারি মেদিনী।
বিচরে গহনবনে বরাহ এখনি।
বিচরে বরাহ এবে এ গহন বনে॥

রাজা। বিশাল নিতম্বগিরি, সুনিতম্ববতী,
ক্ষীণ-মধ্যদেশ, আহা! এমনি সুন্দরী
যেন কামদেব নিজে, পাণিগ্রহ তার
করিয়াছে ভাল বেসে, এ হেন কামিনী
করিয়া আনন নত, উঠিবার কালে,

পর্ব্বতের শিলাময় উচ্চ পথ দিয়া
পশিয়াছে তোমার এ অরণ্যমাঝার।
রহিল যে মৌনভাবে, এ কেমন হলো!
দুরে আছে বলে বুঝি পায় নি শুনিতে,
সমীপেতে গিয়া তবে জিজ্ঞাসি ইহারে।

গান।

এ হেন তোমার।

স্ফটিক শিলার তল, অতীব নির্ম্মল, পড়িছে নির্ঝর।
নানাবিধ কুসুমিত, হয়েছে সাজিত, তোমার শিখর॥
কিন্নরগণের গানে, সুমধুর তানে, অতি মনোহর।
তোমার এ মনোহর, প্রদেশে সুন্দর, গায় হে কিন্নব॥
দেখাও দেখাও মোরে, মম প্রেয়সীরে, ওহে মহীধর!

(উপস্থিত হইয়া অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া।)—
ওহে পর্ব্বতের নাথ! দেখেছো কি তুমি
এ রম্যবনান্তে, সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী?
বিরহিতা আমি হায় এখন তাহার।
(প্রতিধ্বনি শ্রবণ করিয়া সহর্ষে)—
কি বলিল, "দেখিয়াছি!" শুনি কি বলিছে।
"এ রম্যবনান্তে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী
বিরহিতা আমি হায় এখন তাহার।"

(চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া সখেদে)—

প্রতিশব্দ কন্দরেতে আমারি কথার ?

(মুর্চ্ছা-প্রাপ্তি।)

(উত্থান পূর্ব্বক সবিষাদে)—

শ্রান্ত হইয়াছি বড়, গিরিনদী-তীরে
তরঙ্গশীতল বায়ু, সেবি তাহা এবে।
নূতন জলেতে ঘোলা, দেখে এই নদী
রমণীর ভাব মনে হতেছে উদয়।
ভুরুর ভঙ্গিমা তার হয়েছে তরঙ্গ,
উড়িছে বসিছে যেই বিহগের পাতি,
যেন চন্দ্রহার তার, স্রোতের টানেতে।
হতেছে যে ফেনা, যেন রতির ক্রীড়াতে,
কটিতে শিথিল, আহা বসন তাহার।
কুটিলগতিতে যেই যাইতেছে স্রোত,
বোধ হয় যেন ইহা লীলাগতি ভাব।
মানিনী অসহমানা, নদী ভাবে এবে
হইয়াছে পরিণতা, বুঝেছি নিশ্চয়।
মিষ্টবাক্যে তুষি এরে প্রসন্ন করিব।

গান।

ত্যজ মান মম প্রতি সুন্দরি লো!
তব নাথ পরে করুণা করলো ;

সুরসরিৎ তট শীত তরঙ্গ জলে,
অলি গুঞ্জরিছে মধুসিক্ত ফুলে ;
তব তীরপরে বসিছে উড়িয়া
গাইছে বিহগে করুণা করিয়া।

এই নবমেঘ কাল বর্ষার সময়,
ছাইয়াছে দশ দিক ঘোর এ সময়।
গগন সব আচ্ছন্ন, ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ,
সমস্ত জগতে নবমেঘের উদয়।
এ হেন সময়ে নাচে জলনিধিনাথ ;
জলপূর্ণ মেঘ সব হইয়াছে অঙ্গ
পূর্ব্বদিক পবনের পাইয়া আঘাত,
কল্লোলিত হয়ে যেই উঠয়ে তরঙ্গ
বাহু যেন তোলে সেই জলনিধিনাথ,
পবন বেগেতে নাচে জলনিধি নাথ।
হংসগণ শঙ্খ বত, চক্রবাক কুঙ্কুমিত,.
হইয়াছে যেন এবে অলঙ্কার তার।
করি মকরে আকুল, যতেক নীলকমল,
হইয়াছে আবরণ এখন তাহার।
সলিল তরঙ্গ ঘোর আক্রমিছে তীর,
ঘোর রবে পুনরায় উঠিছে অধীর।

বোধ হয় যেন তায় জলনিধিনাথ,
তাল দেয় নৃত্য সনে উঠাইয়া হাত।
দশ দিক রোধ করি, আকাশ পতনে,
নবমেঘ যেন তার আছে নিবারণে।
পবন বেগেতে তবু জলনিধিনাথ,
না মানিয়া রোধ নাচে জলনিধিনাথ।

গান।

মানিনি! তেজেছ কেন তব দাস জনে।
প্রেমে বাঁধা মন মোর তোমারই সনে।
তুমি যে প্রিয়বাদিনী, সতত আমি হে জানি,
তব প্রেম ভঙ্গ করা কভু নাহি মনে।
কি দেখিলে মম দোষ, তবে কেন বৃথা রোষ,
অণুমাত্র অপরাধ, পড়ে না তো মনে।

(নিকটে গমন পূর্ব্বক)—
উত্তর না দিয়ে তুমি যাও চলি বেগে,
বুঝেছি এখন, তুমি নদী বৈতো নও।
আমার উর্ব্বশী কেন, ত্যজি পুরূরবা,
যাবে সমুদ্রের কাছে, ভেটিতে তাহারে।
উদাসীন কোন কাযে হওয়া অনুচিত,

নিরাশ না হলে, সুখ পাওয়া যায় শেষে।
প্রেয়সী উদ্দেশে আমি যাই সেই স্থানে ;
নয়নের অগোচর যেখান হইতে
হয়েছিল মোর সেই প্রিয়া সুনয়না।
(পরিক্রমণ পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া।)—
সুধাই হরিণে এবে প্রিয়ার বারতা।

নেপথ্যে—গান।

গজ অধিপতি গজ নামে ঐরাবত
নন্দন বিপিনে ভ্রমে হয়ে সন্তাপিত
নিজ করিণী বিরহে, শোকেতে হৃদয় দহে,
সেই তরুবর মুলে হয়েছে আগত
নব কুসুমেতে যাহা আছে স্তবকিত,
সুরম্য ঝঙ্কারকারী মত্ত পরভৃত
মনোহর, রবকারী কোকিলে কূজিত
যেই রম্য স্থল, আহা কোকিলে কূজিত

(নিকটে গমন করিয়া।)—
কৃষ্ণসার ছবি নিয়ে বসে কে এখানে ?
আহা কি সুন্দর এবে হয়েছে দেখিতে ;
যেন বা কানন-শোভা, শস্য অভিনব
হেরিবার তরে, আহা, ফেলেছে কটাক্ষ।

(নিরীক্ষণ করিয়া।)—

সমীপস্থ যেই মৃগী হতেছিল এর,
মৃগী-স্তন্যপায়ী আহা হরিণ-শাবক
করিয়াছে রোধ তার গমনে এখন,
অনন্যদৃষ্টিতে মৃগ তাই দেখে চেয়ে।

(সতৃষ্ণ দর্শন।)

গান।

সুপীন-জঘনা, অলস-গমনা
দেখেছো তুমি সে সুচারু নারী ?
সুস্থির যৌবনা, মরালগমনা
দেখেছো, তুমি সে কাননচারী।
হরিণ-লোচনী, উচ্চ-পীন-স্তনী
গগণ-উজ্জ্বল-বন বিহারী।
সে সুর-সুন্দরী, সে চারুশরীরী,
দেখে যদি থাক বলহ মোরে।
বিরহ-সাগরে পড়েছি এবারে,
সে কথা কহিয়া তোলো হে মোরে।

যদি এই কাননেতে দেখে থাকো তায়,
বলে দিই যে লক্ষণে চিনিবে তাহায়।

তব সহচরী মত বিশাল-লোচনা,
ঐ রূপ সবা-কাছে অতি সুদর্শনা।
আমার এ কথা প্রতি, করি অনাদর,
প্রিয়াদিকে দৃষ্টি দিয়া রয়েছে এখন ;
বিধি প্রতিকুল হলে সবে হেলা করে।
অন্য দিকে যাই তবে, পেয়েছি লক্ষণ ;
এই পথ দিয়া প্রিয়া গিয়াছে নিশ্চয়।
এ রক্ত কদম্ব ফুল, বর্ষার এ ফুল ;
শিখা আভরণ তরে, কদম্বের ফুল
-গোছা. তুলেছিল প্রিয়া, তারি এক ফুল
রয়েছে পড়িয়া হেথা ; সমান ভাবেতে

(নিরীক্ষণ করিয়া।)—

ওঠেনি কেশর এর, এ কেমন হলো !
বুঝিতে না পারি কিছু, এ যেন শিলারে
কেউ ভেঙ্গেছে দু-ভাগে, তার মধ্য হতে
নিতান্ত রক্তিমাবর্ণ, দেখা যায় হেথা :
কেশরি-বিনষ্ট গজ-মাংসপিণ্ড কি বা ?
রক্তেতে মিশ্রিত তাই ? অগ্নির স্ফুলিঙ্গ
এ বা ? কি করে তা হবে, গহন কাননে !
বৃষ্টি হয়ে গেছে এই ! বুঝেছি এখন !
অশোকের গুচ্ছ-সম-প্রভ, মণি ইহা !
নাবিয়ে নিয়েতে কর যেন প্রভাকর

ঊর্দ্ধে লয়ে যেতে এরে করিছে যতন।
লইব আমিই তবে এ সুন্দর মণি।

(মণি-গ্রহণ।)

নেপথ্যে—গান।

ব্যাকুলিত প্রণয়িনী নিজ বঁধু তরে
নয়নে শোকের বারি অবিরত ঝরে।
ক্লান্ত বদনে, এ ঘোর গহনে,
শোকান্বিত গজপতি ভ্রমে বারে বারে॥

(মণিগ্রহণ পূর্ব্বক আত্মগত।)

মন্দার কুসুমচয় যার কেশপাশ,
সুরভিত করে সদা, সেই কেশ পরে
অর্পণের যোগ্য এই প্রভাময় মণি।
প্রিয়াই দুর্ল্লভ এবে, অশ্রুজলে কেন
কলঙ্কিত করি, এই মণিরে এখন?

(ভূতলে মণি নিক্ষেপ।)

[নেপথ্যে।]

বৎস! এই মণি গ্রহণ কর, এ সঙ্গমনীয় মণি, পার্ব্বতীর চরণ রাগে জন্মায়; একে রাখ্‌লে প্রিয়জনের সহিত এ শীঘ্র মিলন ঘটায়।

রাজা। (ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) কে, আমাকে এরূপ

আদেশ কর্ছে? কি? ভগবান্ মৃগরাজধারী! ভগবন্! আপনার উপদেশে আমি অনুগৃহীত হলেম। (মণিগ্রহণপূর্ব্বক।)

ওহে সঙ্গমন-মণি, সেই ক্ষীণকটী
প্রিয়া, যার বিরহেতে কাতর এখন
আমি, তার সাথে পুনঃ মিলনের হেতু
হও যদি তুমি, তবে, আভরণ মণি
আমার এ মস্তকের করিব তোমারে।
ধরিব যতনে তোমা, নব ইন্দু যথা
ধরেন যতনে শিরে মহাদেব নিজে।

(পরিক্রমণ পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া।)—

কুসুমে রহিত এই লতারে হেরিয়া,
কেন বল রতিভাব হইল উদয়।
অথবা ইহারে হেরি হতেছে স্মরণ
প্রিয়ারে আমার, যবে কুপিতা হইয়া
চরণে পতিত আমি, ফেলি গেল চলে
সেই তন্বী মম; তাই, ভালবেসে অতি
দেখেছি ইহারে আমি, মেঘজলে আর্দ্র
পল্লব ইহার, আহা, যেন বা অধর
তার, অশ্রুজলে ভেজা; ফোটে নাই ফুল
—ফুটিবার অসময় এখন ইহার—
আভরণ বিনা সেই সুন্দরী যেমন।
ঝঙ্কারে না মধুকর, নিকটে ইহার,

চিন্তা মৌন হয়ে যেন, সেই প্রিয়া মম;
প্রিয়তমা মত এই লতারে এখন
প্রণয় ভাবেতে আমি করি আলিঙ্গন।

গান।

দুঃখিত হৃদয়ে আমি বেড়াই এখন
যদি ওহে লতা সেই প্রিয়ার মিলন॥
ঘটে বিধিযোগে, তবে বলি হে তোমায়।
পুনঃ এ বনেতে নাহি আসিব নিশ্চয়॥
যার বিরহেতে আমি পেতেছি যাতনা।
এ কাননে তারে কভু আর আনিব না॥

(লতাকে আলিঙ্গন।)

হায়! উর্ব্বশীর অঙ্গ স্পর্শ মুখ এবে
করিছে হৃদয় শান্ত, নাহিক বিশ্বাস,
প্রিয়া স্পর্শমুখ যাহা, দেয় প্রথমেতে
পরিবর্ত্ত হয় তাহা, মম ভাগ্যে পুনঃ
তাই এবে চক্ষু মুদি লভি স্পর্শমুখ।
পরে ক্রমে খুলিব এ নিদ্রিত-লোচন।

(ক্রমে নয়ন উন্মীলন করিয়া)—

এ কি এ! উর্ব্বশী সত্য দেখি যে এখন
উর্ব্বশী উর্ব্বশী হায় উর্ব্বশী উর্ব্বশী!

(মুর্চ্ছা ও ভূতলে পতন।)"

উর্ব্ব। মহারাজ! উঠুন উঠুন, স্থির হোন্।

রাজা। (উঠিয়া) প্রিয়ে! বাঁচিলাম এবে দেখিয়ে তোমায়,

মানিনি! তোমার এই বিরহ-জনিত
অন্ধকারে, মন, প্রাণ, চেতনা আমার
ডুবেছিল এত কাল, দেখিয়া তোমারে
এবে হই সচেতন, আমি ভাগ্যবলে।
গতাসু যেমন পেলে ফিরিয়া জীবন।

উর্ব্ব। আমার রাগের জন্য মহারাজের এ অবস্থান্তর। মহা-রাজ! আমার অপরাধ হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করুন।

রাজা। প্রিয়া! তোমাকে দেখেই আমার শরীর মন প্রফুল্ল হয়েছে, তা তোমাকে আর আমায় সেধে প্রফুল্ল করতে হবে না, এখন তুমি আমার বিরহিতা হয়ে কিরূপ ছিলে বল প্রিয়ে!

ময়ুর, কোকিল, হংস, চক্রবাক আর।
অলি, গজ, পর্ব্বত, সরিৎ, কৃষ্ণসার॥
তোমার কারণ বনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
কারে না সেধেছি বল কাঁদিতে কাঁদিতে॥

উর্ব্ব। মহারাজের এই সকল বৃত্তান্ত আমি কেবল মনে মনে জানতে পেরেছিলেম্ মাত্র।

রাজা। প্রিয়ে! সে কেমন?

উর্ব্ব। শুনুন্ তবে, ভগবান মহাসেন কার্ত্তিকেয় গন্ধমাদন-প্রান্তে এই অকলুষ নামক স্থানে, যখন শাশ্বতকৌমার-ব্রত ধারণ করে অধ্যাসিত হয়েছিলেন, সেই সময় তিনি এই নিয়ম করেন—

রাজা। কি নিয়ম ?

উর্ব্ব। যে, যে কোন স্ত্রী এই প্রদেশে আস্‌বে, সে লতাভাবে পরিণতা হবে, আর গৌরীর চরণ-রাগজনিত মণি ভিন্ন কোনরূপে সেই লতাভাব যাবে না, তা আমি গুরু-শাপে মোহিত-হৃদয় হয়ে দেবতা-নিয়ম বিস্মৃত হয়েছিলেম, তাই কন্যাগণ পরিহরণীয় এই কুমার-বনে প্রবিষ্ট হয়ে আমি কাননের প্রান্তস্থিত একটী লতাভাবে পরিণতা হয়েছিলেম।

রাজা। উপপন্ন বটে এই বুঝেছি সকল.
রতিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ঘুমাইলে পরে
শয্যার উপরে, তবু দুরদেশগত
মোরে করিয়া মনেতে, ভাবিতে সদাই।
কি রূপেতে দীর্ঘকাল ব্যাপী এ বিরহ
সহিলে আমার তুমি, লতা না হইলে ?

(মণি প্রদর্শন পূর্ব্বক)—

এই সেই মণি যার প্রভাবেতে তুমি
লভেছ চেতনা—এই মিলনের হেতু।
পুনঃ যে মিলন হলো তোমায় আমায়
যাহারি প্রভাবে—প্রিয়ে এই সেই মণি।

উর্ব্ব। আঃ এই সেই সঙ্গমনীয় মণি, তাই বটে, মহারাজের দ্বারা আমি আলিঙ্গিত হবামাত্রই প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেম।

রাজা। (উর্ব্বশীর ললাটে মণি নিবেশিত করিয়া)—

ইহার প্রস্ফুট প্রভা, তোমার মুখের
শোভা করিছে কেমন, নূতন উদিত
রবিকর যথা, রক্ত কমলের পরে।

উর্ব্ব। মন-ভুলান কথা এত জানেন, তা যা হোক্, মহারাজ! প্রতিষ্ঠান হতে, আমরা অনেক দিন বহির্গত হয়েছি, তা প্রজারা আবার অসন্তুষ্ট হবে, কিম্বা দুঃখ পেয়ে রাগ কর্‌বে, তা চলুন্, আমরা সেই খানেই যাই।

রাজা। প্রিয়ে! তুমি যা বল।

উর্ব্ব। এক্ষণে মহারাজ কিসে যেতে ইচ্ছা করেন?

রাজা। এই নবমেঘ, এরে করিয়া বিমান—
—বিলাসিত সৌদামিনী, পতাকা তাহার,
ইন্দ্রধনু চিত্র-শোভা হবে সে রথের,
লও হে আমারে প্রিয়া আমার বসতি
মন্দ, দ্রুত-বিলসিত খেলিত গতিতে!

নেপথ্যে—গান।

সহচরী মিলনেতে হংসযুবা অতি।
পুলকে প্রসন্ন-অঙ্গে, বিহার করিছে রঙ্গে,
পেয়েছে বিমান তায় যথা তার মতি॥

(রাজা এবং উর্ব্বশীর প্রস্থান।)

পঞ্চম অঙ্ক।

[আনন্দান্তঃকরণে বিদূষকের প্রবেশ।]

বিদূ। আঃ বাঁচা গেল, ভাগ্যে ভাগ্যে রাজা নন্দন কাননের রমণীয় স্থান সকলে অনেক দিন উর্ব্বশীর সহিত বিহার করে নগরে এসেছেন। এখন নগরে এসে, স্বকার্য্য দ্বারা প্রজারঞ্জন করে বেশ রাজ্য কর্‌ছেন—তবে কি না, একটী সন্তান হলো না, এই যা দুঃখ, আজ আবার কি তিথি—তাই গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম জলে রাণী উর্ব্বশীর সঙ্গে একত্রে স্নান করে—এই মাত্র রাজভবনে প্রবেশ করেছেন, তা এখন বেশকারিণী কামিনীগণ মিলে গন্ধদ্রব্য অনুলেপন আর অলঙ্কার দিয়ে রাজাকে অলঙ্কৃত কর্‌ছে। তা আমিও এখন সেই খানে যাই।

নেপথ্যে। অপ্সরা-বিরহের পর যে মণি রাজা মুকুট-রত্ন করেছেন, সেই ঝক্‌ঝকে মণিটা লাল তাল-পাতার কৌটা থেকে একটা গৃধ্র মাংসপিণ্ড মনে করে, মুখে নিয়ে, গিলে ফেলে উড়ে গেছে।

বিদূ। বয়স্যের এই সঙ্গমনীয় নামে মণি তাঁর মুকুটমণি, এ ভাল হলো না, তিনি এ মণিকে বড় যত্ন করেন—এই যে—বেশ না হতে হতেই তিনি তাড়া তাড়ি উঠে এই দিকেই আস্‌ছেন। তা যাই আমিও কাছে যাই।

[রাজা কঞ্চুকী ও দুই জন রেচক এবং
পরিজনের প্রবেশ।]

রাজা। অরে কিরাত! সেই বিহগ-তস্কর কোথায়? সে যে আপনার বধ আপনিই এনেছে; রক্ষাকর্ত্তার গৃহেই চুরি!

কিরাত। ঐ যে সেই মণির সূত্র, তার ঠোঁটেই রয়েছে। উঃ যে দিক্ দিয়ে উড়ে যাচ্চে, মণির প্রভা সে দিক্টা একেবারে রাঙ্গিয়ে তুল্ছে।

রাজা। হাঁ হাঁ এখন দেখ্তে পেয়েছি, ঠিক্ বটে। মণিতে গাঁথা সেই সোণার তার্ ওর ঠোঁটে রয়েছে, আর পাখীটা ঘরে ঘুরে উঁচুতে উঠ্ছে। বড় না কি ঘূরছে তাই মণির প্রভা ওর চারি দিকে আরো বেশি বোধ হচ্ছে—যেন একটি প্রভাময় বলয় ওর চারি দিকে কুমোরের চাকের মত ঘুর্ছে। কি করা যায় বলো দেখি?

বিদূ। অপরাধী হয়েছে দণ্ড দিন, আর কি?

রাজা। ঠিক বলেছো, ধনুর্ব্বাণ, ধনুর্ব্বাণ!

পরিজন। যে আজ্ঞা। (নিষ্ক্রান্ত।)

রাজা। আর যে পাখীটাকে দেখা যাচ্চে না।

বিদূ। এই যে আবার দক্ষিণ দিকে গেল।

রাজা। প্রভা যেন এ মণির হয়েছে পল্লব
অশোক ফুলের গোছা তায় যেন মণি;
তাই দিয়ে পাখী যেন, দিঙ্মুখের এবে
কর্ণের ভূষণ আহা দেয় পরাইয়া।

[ধনুর্ব্বাণ হস্তে যবনীর প্রবেশ।]

যব। মহারাজ! এই সশর চাপ।

রাজা। আর ধনুক নিয়ে কি হবে; পাখীটা বাণের পথ ছাড়িয়ে অনেক দূর গিয়েছে—এতদূর গিয়েছে যে মেঘের ভিতর থেকে রজনীতে যেমন এক একবার আরক্ত মঙ্গল গ্রহ দেখা যায়, তেমনি এক একবাব মণিটা দীপ্তি পাচ্চে তাই দেখা যাচ্চে।

রাজা। আর্য্য তালব্য!

কঞ্চু। কি আজ্ঞা হয়?

রাজা। আমার নাম করে নগরবাসীদের বলোগে, যে এই পাখীটা সায়ংকালে যে গাছে বাসা করে, সেই গাছেও যেন এই অধম চোর পাখীটার খোজ করে।

কঞ্চু। যে আজ্ঞে।

বিদু। মহাশয় একটু বিশ্রাম করুন, যেখানেই যাক না কেন, ও তো আর আপনার রাজ্য ছেড়ে যেতে পারবে না।

রাজা। বয়স্য! একটা মণির জন্য তো কথা হচ্চে না—মনে কর—আমার প্রিয়ার মিলনের হেতু সেই সঙ্গমনীয় মণি।

[কঞ্চুকীর প্রবেশ।]

কঞ্চু। মহারাজ জয় হউক—জয়, জয়, জয়,
অপরাধী পক্ষী এই বধযোগ্য তাই;
রোষ তব যেন এই বাণ রূপ ধরি

তল্লাসি ইহারে এবে, ফেলেছে ভূমিতে
মৌলি রত্ন সনে, এরে ছিন্ন তনু করি।
অতি যত্নে প্রক্ষালিত হয়েছে এ মণি,
আজ্ঞা দিন্ মহারাজ! দিব কার কাছে?

রাজা। যে পেটকে রাজকোষ থাকে, এ মণি তারই মধ্যে রাখ।

কঞ্চু। যে আজ্ঞে মহারাজ।

রাজা। (কঞ্চুকীর প্রতি) আর্য্য! এ বাণ কার তা জানো?

কঞ্চু। বোধ হয় এটী যার বাণ, এতে যেন তার নাম লেখা আছে, কিন্তু এখন এ চকে আর অক্ষর চিন্‌তে পারি না।

রাজা। আচ্ছা, কাছে নিয়ে এসো তবে দেখি।

বিদূ। কি দেখ্‌লেন, ভাব্‌ছেন কি?

রাজা। এই পাখীর হননকর্ত্তার নামাক্ষর শোন।

"উর্ব্বশীর গর্ব্ভজাত, ইলাসূনু—পুরূরবা সুত
রিপুদল আয়ুহর্ত্তা আয়ুঃ ধনুষ্মান্ তারি বাণ।"

বিদূ। আজ কি সৌভাগ্য! ভাগ্যক্রমে তবে আপনার সন্তান-লাভ হলো বল্‌তে হবে।

রাজা। সখা! এ কি করে হলো, কেবল যখন নৈমিষের যজ্ঞে গিয়েছিলেন, তখনই একবার আমার সঙ্গে উর্ব্বশীর সঙ্গে ছাড়া ছাড়ি হয়েছিলো, আর তো কখন ছাড়া ছাড়ি হয়নি, বিশেষ গর্ব্ভকালে অন্যান্য স্ত্রীদের যেমন নানা প্রকার সামগ্রীতে লালসা হয়; কৈ—তাও তো কখন হয় নি, তা এ সন্তান কেমন করে হলো?

কিন্তু এখন মনে পড়্ছে, কিছু দিন বটে তাঁর কুচাগ্র ঈষৎ নীল-আভাযুক্ত, মুখ, লবলীফলের মত পাণ্ডুবর্ণ, আর তাঁর শরীর এমন কৃশ হয়ে গিয়েছিল যে, হাত থেকে বালা খসে খসে পড়্তো।

বিদু। মহাশয়! উর্ব্বশী তো আর মানুষী নন্ যে, ও সব হবে? দেবতাদের কাণ্ড, আপনার প্রভাবে কি করে লুকুয়ে রেখেছিলেন।

রাজা। তা হতে পারে, কিন্তু লুকাবার কারণ টা কি?

বিদু। বুড়ী বলে পাছে ত্যাগ করেন, এই তো বোধ হয়, তবে বল্‌তে পারি নে।

রাজা। আরে ঠাট্টা রাখো, ভাবো দেখি ব্যাপার টা কি?

বিদু। মহাশয়! দেবতাদের কাণ্ড ভেবে ওঠা কঠিন।

[কঞ্চুকীর প্রবেশ।]

কঞ্চু। মহারাজের জয় হউক্, ভগবান্ চ্যবনের আশ্রম হতে ভৃগুবংশোদ্ভবা কোন তাপসী একটী কুমার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। মহারাজের দর্শন তাদের বাসনা।

রাজা। সমাদরের সহিত তাঁদের শীঘ্র নিয়ে এসো।

[কঞ্চুকীর প্রস্থান এবং কঞ্চুকী, তাপসী ও কুমারের প্রবেশ।]

বিদু। মহাশয়! এ যে ক্ষত্রিয়-কুমার। আমার বোধ হয় যে, গৃধ্রলক্ষ্যভেদী সেই বাণেতে এঁরই নাম লেখা ছিল, বিশেষ আপনার সঙ্গে এঁর অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

রাজা। ঠিক বটে সখা! এর প্রতি দৃষ্টি পড়ে,
বাষ্পেতে পূরিত মোর হতেছে নয়ন।
বাৎসল্যভাবেতে পূর্ণ হতেছে হৃদয়,
মনের প্রসাদ লাভ হতেছে এখন।
ইচ্ছা করে ধৈর্য্য ত্যজি কম্পিত-শরীরে,
দীর্ঘ গাঢ়-আলিঙ্গনে ধরি গে ইহারে।

রাজা। (উত্থান করিয়া) ভগবতি! প্রণাম।

তাপ। মহারাজ! চন্দ্রবংশের বংশধর হউন্। (স্বগত) দেখ আমি কিছুই বলিনি, তবু ঔরস-সম্বন্ধ এম্‌নি, যেন সব বুঝ্‌তে পেরেছেন। (প্রকাশে কুমারের প্রতি) যাদু! এঁকে প্রণাম কর।

(কুমারের প্রণাম।)

রাজা! বাছা! দীর্ঘায়ু হও।

কুমার। (অঙ্গ-স্পর্শ অনুভব করে স্বগত) আমার হৃদয় যেমন বল্‌ছে, তা যদি শুনি, তা হলে ইনি আমার পিতা, আর আমি এঁর পুত্র। আমার যদি এমন হলো, তবে না জানি যারা পিতা মাতার কোলেকাছে থেকে বড় হয়, তাদের কেমন স্নেহই হয়।

রাজা। ভগবতি! আপনার আগমন প্রয়োজন?

তাপ। মহারাজ শুনুন্ তবে, এই দীর্ঘায়ু জন্মাবামাত্রেই—অবশ্য কোন কারণ দেখে উর্ব্বশী আমার কাছে একে রেখেছিল। কুলীন-ক্ষত্রিয়দের যেমন জাতকর্ম্মাদি বিধান আছে, মহর্ষি চ্যবন এর তা সমুদায় সম্পাদন করেছেন, আর গৃহীতবিদ্য হয়ে সম্প্রতি ঐ ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা পেয়েছে।

রাজা। তবে এটি তো নাথবন্ত হয়ে প্রতিপালিত হয়েছে।

তাপ। তা আজ ঋষিকুমারদের সঙ্গে পুষ্পফল সমিৎকুশ আহ-রণ-জন্য গিয়ে এ আশ্রম-বিরুদ্ধ কর্ম্মের আচরণ করেছে।

বিদূ; কি ? কি ?

তাপ। একটা গৃধ্র আমিষ নিয়ে আশ্রমের গাছে ছিল, তা সে টা এর বাণের দ্বারা লক্ষ্যীকৃত হয়েছিল।

রাজা। তার পর, তার পর ?

তাপ। ভগবান্ মহর্ষি এই কথা শুনে, আমাকে আদেশ কর্‌লেন যে, উর্ব্বশীর হাতে একে দিয়ে এসো, তাই উর্ব্বশীকে দেখ্‌তে চাই।

রাজা। ভগবতি ! এই আসন গ্রহণ করুন্। (আসন প্রদান ও আসনে উপবিষ্ট হইলে) আর্য্য ! তালব্য, উর্ব্বশীকে বলো গে।

(কঞ্চুকীর প্রস্থান।)

রাজা। এসো এসো বাছা ! এসো, পুত্রস্পর্শ-সুখ
হতেছে সর্ব্বাঙ্গে মোর, এসো এসো কাছে।
আহ্লাদিত কর মোর সকল শরীর।
চন্দ্রকর স্পর্শে যথা চন্দ্রকান্ত-মণি।

তাপ। বাছা তোমার পিতাকে প্রসন্ন কর।

(কুমারের রাজার সমীপে গমন।)

রাজা। (আলিঙ্গন পূর্ব্বক) বৎস, প্রিয়সখা ব্রাহ্মণকে বন্দনা কর।

বিদূ। আমাকে দেখে ভয় কিসের ? আশ্রমে অনেক বানর তো দেখেছ।

কুমার। (সহাস্যে) তাত! প্রণাম করি।

বিদূ। মঙ্গল হউক, উত্তরোত্তর, শ্রীবৃদ্ধি হউক।

[উর্ব্বশী এবং কঞ্চুকীর প্রবেশ।]

কঞ্চু। এই দিক্ দিয়ে।

উর্ব্ব। (প্রবেশ পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া) একে এ! মহারাজ এর কেশ পাশ ধরে আদর কর্‌ছেন, আবার স্বর্ণ পীঠে বসে আছে? এ কিএ, সত্যবতী, আর আমার পুত্র আয়ুঃ! আহা এতো বড় হয়েছে,।

রাজা। এই যে জননী তব, তোমারে দেখিতে
তৎপর এখন, তাই ছিঁড়ি স্তনাংশুক,
স্নেহ রস উথলিয়া ভাসে বক্ষস্থল

তাপ। বাছা এই তোমার মায়ের কাছে যাও।

(তাপসী কুমারের সহিত উর্ব্বশীর নিকট গমন।)

উর্ব্ব। আর্য্যে! আপনার চরণে প্রণিপাত।

তাপ। বৎসে! স্বামীর আদরণীয়া হও।

কুমার। দেবি! আমি প্রণাম করি।

উর্ব্ব। বাছা! তুমি তোমার পিতার আরাধনায় থাক (রাজার প্রতি) মহারাজের জয় হউক।

রাজা। পুত্রবতি! তোমার শুভাগমন তো?

উর্ব্ব। আর্য্যগণ! সকলে উপবেশন করুন।

তাপ। বাছা উর্ব্বশি! যাকে তুমি আমার হাতে সমর্পণ করেছিলে, তাকে তোমার স্বামীর সমক্ষেই তোমায় দিলুম। এ এখন সম্প্রতি, গৃহীতবিদ্য, আর বাণ ধারণসমর্থ হয়েছে, তা এখন আমি বিদায় নিতে ইচ্ছা করি; আমার আশ্রম ধর্ম্মের উপরোধ হবে।

উর্ব্ব। আপনার যা ইচ্ছে। অনেক দিন আপনাকে না দেখে বিরহোৎকণ্ঠিতা হয়ে আছি, আপনাকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হয় না; কিন্তু আপনার ধর্ম্ম পথের ব্যাঘাত কর্‌তে চাইনে—যান্—কিন্তু আবার যেন দেখা হয়।

তাপ। আচ্ছা।

কুমার। সত্যই কি ফিরে চল্লেন, তবে আমাকেও নিয়ে যান।

রাজা। তোমার প্রথম আশ্রমের আচরণ হয়েছে, এখন দ্বিতীয় আশ্রমে প্রবেশ, তার কর্ম্ম অভ্যাস কর্‌তে হবে।

তাপ। যাদু! গুরুর বচন গ্রহণ করো।

কুমার। আচ্ছা যে শিতিকণ্ঠ ময়ূরটীর আমি মাথা চুল্‌কে দিতুম, আর তাতে আরাম পেয়ে আমার কোলে ঘুমুতো, তার এখন বেশ পালক উঠেছে, তাকে কিন্তু আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

তাপ। আচ্ছা তা আমি দেখ্‌বো।

উর্ব্ব। ভগবতি! আপনার চরণে আমার প্রণিপাত।

রাজা। আপনাকে প্রণাম।

তাপ। সকলের মঙ্গল হউক।

(তাপসীর প্রস্থান।)

রাজা। সুন্দরি! পুরন্দর যেমন শচী-সম্ভূত জয়ন্তকে পেয়ে

পুত্রবান্‌দিগের অগ্রগণ্য হয়েছিলেন, তেমনি আমি আজ তোমার এই সুপুত্রের সহিত মিলিত হয়ে পুত্রবান্ ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেম।

বিদূ। তা যেন হলো কিন্তু সম্প্রতি ইনি যে একেবারে অশ্রুমুখী হলেন, এ কি?

রাজা।
সুন্দরি! কেন বা তুমি কাঁদিতেছো এবে,
বংশস্থিতি যাতে হবে নিকটে সে জন,
উথলে আনন্দ মোর দেখিয়া তাহাকে।
কেন বা চক্ষের জল ফেল অবিরত
যেন মুক্তাহার পুনঃ দেও স্তনোপরে।

উর্ব্ব। শুনুন তবে। প্রথমে পুত্র দর্শনে যে আনন্দ হয়, তাতেই আনন্দিত ছিলেম, কিন্তু মহেন্দ্রের নাম শুনেই আমার মনে পড়্‌লো যে—

রাজা। কি? বল।

উর্ব্বশী। মহারাজ! আমি যখন আপনাতে হৃদয় সমর্পণ করে গুরুশাপে সম্মোহিত হয়েছিলেম, তখন মহেন্দ্র এই আজ্ঞা করেছিলেন—

রাজা। কি? কি? বল।

উর্ব্ব। যে যখন সেই আমার প্রিয়সখা রাজর্ষি তোমার গর্ভজাত পুত্রের মুখ দেখ্‌বেন, তখন তুমি আমার নিকট আস্‌বে, সেই জন্যেই আমি, পাছে মহারাজের সহিত বিচ্ছেদ হয় এই ভয়ে, চিরকাল মিলনের আশায় ভগবান্ চ্যবনের আশ্রম প্রদেশে, সত্যবতীর

হাতে একে আমি আপনিই দিয়ে আসি, তা আজ পিতার আরাধন-সমর্থ এই দীর্ঘায়ুর সহিত আপনার দেখা হলো, তা আর মহারাজের নিকট থাকি কি করে?

(রাজার মোহপ্রাপ্তি।)

সকলে। মহারাজ! স্থির হন্।

কঞ্চুকী। উঠুন্ উঠুন্, এ কি এ!

বিদূ। কি সর্ব্বনাশ কি সর্ব্বনাশ! অব্রহ্মণ্য অব্রহ্মণ্য!

রাজা। নুতন-বৃষ্টির জলে গ্রীষ্মতাপ তপ্ত
বৃক্ষ, হলে শীতলিত, বৈদ্যুত-অনল
পড়ে যথা পুনরায় তাহার উপর;
হায়! তথা যেই দিনে হয়ে পুত্রলাভ
পাইনু আশ্বাস,—নাম থাকিবে ধরায়,
সেই দিনে হে সুন্দরি! তোমার বিচ্ছেদ।
হায়! সুখ-বিঘ্নদাতা দৈব-দুর্ব্বিপাক।

বিদূ। এ একটা অনর্থের সূত্রপাত দেখতে পাই, এখন দেবরাজের কথা মান্য করে তাঁকে তো অনুগৃহীত কর্তেই হবে।

উর্ব্ব। হায়! আমি কি হতভাগিনী, হায়! এখন মহারাজ আমাকে মনে করবেন কি, যে তনয়লাভ হয়েছে, তনয়ও কৃতবিদ্য হয়েছে, এখন আমার কর্ম্ম ফুরোলো, এখন আমি স্বর্গের জন্যই ব্যস্ত।

রাজা। সুন্দরি! এমন কথা বলো না বলো না।
বিচ্ছেদ করিতে কেহ পারে কি সহজে

কভু, পরাধীন জন প্রিয়কায নিজ
পারে না সাধিতে হায়, প্রভুর সদনে
যাও হে সুন্দরি! তুমি, আমিও এখন
রাজ্যভার দিয়ে আজ্ তোমার তনয়ে,
আশ্রয় লইব সেই কাননে যেখানে
মৃগযূথ দল বাঁধি বিচরে সহজে।

কুমার। মহাবৃষের ভার অন্যের উপর দিবেন না।

রাজা। এ কথা তোমার বৎস! না হয় উচিত,
কলভ হলেও পরে, যারা গন্ধদ্বিপ
শাসয়ে অন্যান্য গজে আপন প্রভাবে।
ভুজঙ্গ-শিশুর বিষ তীব্র ভয়ানক।
পৃথিবীর অধিপতি, বাল্যকাল হতে
সমর্থ রক্ষিতে মহী সহজে আপনি,
স্বকার্য্য সাধন-যোগ্য গুণ সমুদায়,
জাতিতেই জনমায় বয়সেতে নয়।
তালব্য! এখনি যাও, আমাত্য পর্ব্বতে
আমার বচন লয়ে বল গে ত্বরায়,
আয়ুষ্মানু কুমারের অভিষেক তরে
রাজ্যে, অভিষেক-দ্রব্য করে আহরণ।

(শোকাম্বিত কঞ্চুকীর প্রস্থান ও
সকলের দৃষ্টিবিঘাত।)

রাজা। (আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)—

হঠাৎ বিদ্যুৎ-আভা কেন বা এখন ?

(নিরীক্ষণ করিয়া)—

মহামুনি ভগবান্ নারদ হেথায়।
জটাজুট কেশপাশ, পিঙ্গলবরণ।
নিকষেতে গোরোচনা পিঙ্গল যেমন।
নব-শশিকলা-সম অতীব নির্ম্মল
উপবীত-সূত্র গলে অতি সুশোভন।
পূর্ণ যৌবনের শোভা, মুক্তাফল হতে
সাতিশয় শোভা পায় শরীরে ইহাঁর।
গতিমান্ কল্পবৃক্ষ—স্বর্ণশাখা-প্রায়—
আসেন হেথায় এবে মহামুনিবর।
আন আন শীঘ্র শীঘ্র—অর্ঘ্য—অর্ঘ্য-তাঁর।

[ভগবান্ নারদের প্রবেশ।]

নার। জয় জয় মধ্যম-লোকপাল।

রাজা। ভগবন্! অভিবাদন করি।

উর্ব্ব। প্রণাম করি।

নারদ। দম্পতি অবিরহিত থাক।

রাজা। (জনান্তিকে) এই যেন হয়। (প্রকাশে) আমার
তনয় ঔর্ব্বশেয় আপনাকে প্রণাম কর্‌ছে।

নারদ। দীর্ঘায়ু হউক্।

রাজা। এই স্বর্ণাসন গ্রহণ করুন। (সবিনয়ে) আগমন প্রয়োজন ?

নারদ। রাজন্! মহেন্দ্রের আদেশ গ্রহণ করুন।

রাজা। আমি অনন্যমন হয়েছি।

নারদ। প্রভাবদর্শী ভগবান্ ইন্দ্র আপনাকে বনগমনে কৃতনিশ্চয় জেনে আপনাকে আদেশ করেছেন।

রাজা। তাঁর কি আদেশ ?

নারদ। ত্রিলোকদর্শিগণ আদেশ করেছেন, দেবাসুর-সংগ্রাম শীঘ্রই উপস্থিত হবে, সেই সংগ্রামে আপনি অমরদের সহায়, তন্নিমিত্ত আপনার শস্ত্র ত্যাগ করা উচিত নয়; আর এই উর্ব্বশী যাবজ্জীবন আপনার সহধর্ম্মিণী হউন।

উর্ব্বশী। আঃ! কি আশ্চর্য্য, বুকে থেকে যেন শেল খুলে গেলো।

রাজা। পরম ঈশ্বর মহেন্দ্র দ্বারা আমি পরম অনুগৃহীত হলেম।

নারদ। এই যুক্ত বটে, দেখ, তাঁর কার্য্য তুমি
কর হে সতত যথা, তিনিও তোমার
ইষ্ট সাধনের তরে থাকুন তৎপর।
সূর্য্য নিজ কর দানে বাড়ায় অনলে।
অগ্নি পুনঃ নিজ তেজে বাড়ায় রবিরে।

(আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে)—

ওহে রম্ভা! কুমারের অভিষেক তরে।
মন্ত্রপূত অভিষেক-সম্ভার, এখনি
আন ত্বরা করি তুমি আন ত্বরা করি।

[রম্ভার প্রবেশ।]

রম্ভা। এই সেই অভিষেক-সম্ভার এনেছি।

নারদ। ভদ্রপীঠে আয়ুষ্মান্‌কে এখন বসাও।

(কুমার রম্ভা কর্ত্তৃক ভদ্রপীঠে উপবেশিত হইলে)—

নারদ। তোমার মঙ্গল হউক।

রাজা। হও বংশধর।

উর্ব্বশী। পিতৃ বাক্য তব, বৎস ! হউক সফল।

[নেপথ্যে—প্রথম।]

অমরগণের মুনি। অত্রি, যথা প্রজাপতি-জাত
অত্রি হতে চন্দ্র, যথা, বুধ যথা শশধর হতে
বুধের তনয় যথা দেব পুরূরবা পিতা তব,
তব পিতা হতে জাত, সেইরূপ, আপনি কুমার
তব পিতা অনুরূপ, লোকগণ কমনীয় গুণে।
তোমার প্রধান বংশে, করিব কি আশীর্ব্বাদ আমি
পর্য্যাপ্ত আছে হে সব আশীর্ব্বাদ তোমার কুলেতে

[নেপথ্যে—দ্বিতীয়।]

রাজলক্ষ্মী বদ্ধ ছিল আগে তব পিতার সদনে।
ধৈর্য্য ভাবে স্থিরতর তুমি, তবপরে বিরাজিত

এবে সেই রাজলক্ষ্মী, শোভা ধরে অধিক এখন।
হিমালয় হতে গঙ্গা, যেইরূপ উত্থিত হইয়া
মেশে সাগরেতে এসে, মিশে পুন থাকে সাগরেতে।

রম্ভা। সখি! ভাগ্যবলে আজ্ পুত্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক দেখ্‌লে আর পতির সঙ্গেও বিচ্ছেদ হলো না।

উর্ব্বশী। আমাদের এ অভ্যুদয় সাধারণ। (কুমারের প্রতি) তোমার বড় মাকে প্রণাম কর।

নারদ। তব সন্তানের এই আয়ুষের, দেখে
যৌবরাজ্যে অভিষেক, মনে পড়ে গেল
সেই কাল, যবে সব দেবগণ মিলি
মহাসেন কার্ত্তিকের দেন অভিষেক
দেব সেনাপতি-পদে।

রাজা। মঘবান্ হতে
বড়ই বাধিত আমি হলেম এখন।

নারদ। কিবা আর প্রিয় কার্য্য মহেন্দ্র তোমার
করিবেন মহারাজ! বলহে আমায়।

রাজা। এর পর প্রিয় কার্য্য আছে কি আমার?
তথাচ প্রসাদ যদি করেন আমায়;
যাচি এই মাত্র তবে তাঁহার নিকট॥—

লক্ষ্মী সরস্বতী দোঁহে বিরোধী সতত।
সাধুপক্ষে হন যেন একত্রেতে রত॥
বিপদ হইতে সবে হউক উদ্ধার।
ভদ্রভাবে সবে যেন দেখয়ে সংসার॥
সবার কামনা যেন সিদ্ধি হয় সদা।
আনন্দে থাকুক সবে দিবা ও ক্ষণদা॥

(সকলের প্রস্থান।)

সমাপ্ত।